বিস্‌মিল্লাাহির রহ্‌মাানির রহীম

বিষয়ঃ উসুলুদ্দীন

ইসলামী শরিয়তের বিধিবিধানের উসুল (মূল দলিল)ঃ

ইসলামী শরিয়তের বিধিবিধানের উসুল দু'টি:

(এক) আল-কুরআনুল কারীম। (দুই) রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ হাদীস।

দ্বীনের সকল আকীদা, বিধানসমূহ, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুর মূল ভিত্তি হলো দু'টি অহী তথা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস। আর ইহাই হচ্ছে এলাহী (ঐশী) দ্বীনের দাবী। কারণ, দ্বীনের ভিত্তি সম্পূর্ণ নির্ভুল এলাহী দলিল-প্রমাণের উপরে হওয়া জরুরি। দ্বীনের বিধান কোন গবেষকের গবেষণা বা কারো স্বপ্ন কিংবা সুফীদের এলহাম অথবা কাশফ দ্বারা হতে পারে না।

ইমাম শাফী' (রাহ:) বলেন:"কোন অবস্থাতে কারো কথা মান্য করা জরুরি না। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ হাদীস সর্বাবস্থায় মান্য করা জরুরি। এছাড়া সবকিছুই এ দু'টির অধীন। [জিমাউল 'ইলম]

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের অধীন দু'টি দলিল (প্রমাণ) রয়েছে। তা হলো:

(এক) ইজমা': এ হচ্ছে নতুন কোন বিষয়ে সে যুগের উম্মতের বিদ্বানগণের ঐক্যমত।

(দুই) বিশুদ্ধ কিয়াস: এ হলো মুজতাহীদ তথা দ্বীনের গবেষকদের শরিয়ত সম্মত গবেষণা।

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে সরাসরি দলিল না থাকলে ইজমা' এবং তাও না থাকলে বিশুদ্ধ কিয়াস গ্রহণযোগ্য। কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস উপস্থিত থাকার পরেও কিয়াস করা বা মানা হারাম।

ইমাম শাফী' (রহ:) বলেন:"কোন ব্যাপারে জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া কারো জন্য হালাল ও হারাম বলা বৈধ নয়। আর জ্ঞানের ভিত্তি হলো: আল্লাহর কিতাব, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ হাদীস, ইজমা' ও কিয়াস। [রিসালাহ]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন:"আমরা যখন বলি: কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা' তখন তিনটির বক্তব্য একই। কারণ, যাকিছু কুরআনে রয়েছে রসূলুল্লাহ [ﷺ] তারই সমর্থন করেন এবং উম্মতের বিদ্বানগণের ঐক্যমতও তার উপর। কেননা, প্রতিটি মুমিনের প্রতি ওয়াজিব হলো: কুরআনের আনুগত্য করা এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সমস্ত বিশুদ্ধ হাদীসের অনুসরণ করা। কারণ, কুরআন নবী [ﷺ]-এর আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ হয়েছে, যার প্রতি সমস্ত মুমিনরা ঐক্যমত। অনুরূপ সমস্ত মুসলিমরা এর প্রতি ইজমা' (ঐক্যমত) করেছে। কারণ, মুসলিম উম্মতের ইজমা' (ঐক্যমত) কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের সম্পূর্ণভাবে অনুকূলে। [মাজমু'উল ফাতাওয়া:৭/৪০]

প্রথম মূল ভিত্তিঃ কুরআনের পরিচয়ঃ

কুরআন হলো: আল্লাহ তা'য়ালার মহাবাণী যা মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতি দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত ফেরেশতা জিবরীল আমীনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে। ইহা মুতাওয়াতির (এত অধিক সংখ্যাক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত সূত্র যা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব) সূত্রে বর্ণিত যার শব্দ ও অর্থ উভয়টি মু'জিযা ও এর তেলাওয়াত এবাদত এবং পবিত্র মুসহাফে লিপিবদ্ধ। এর শুরু সূরা ফাতিহা এবং শেষ সূরা নাস দ্বারা। এর মধ্যে ৮৬টি মক্কী এবং ২৮টি মাদানী মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে এবং পারা সংখ্যা ত্রিশ। কুফার কারীদের গণনা মতে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি ও অন্যান্যদের গণনায় ৬৬৬৬টি। আর শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৭টি বা ৭৭৪৩৯টি ও অক্ষর সংখ্যা ৩২০৬৭০টি। ৬৬৬৬টি আয়াতের ভাগ এভাবে করা হয়েছে:

- নির্দেশের আয়াত: ১০০০টি।
- নিষেধের আয়াত: ১০০০টি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

- প্রতিশ্রুতির আয়াত: ১০০০টি।
- শাস্তির আয়াত: ১০০০টি।
- কেসসা ও খবরাদির আয়াত: ১০০০টি।
- উপদেশ ও দৃষ্টান্তের আয়াত: ১০০০টি।
- হালাল ও হারামের আয়াত: ৫০০টি।
- দোয়ার আয়াত: ১০০টি।
- নাসিখ (বিধান রহীতকারী) ও মানসূখ (রহীত বিধান)-এর আয়াত: ৬৬টি।

কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য:

(ক) **রাব্বানী:** কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে আসা পবিত্র কিতাব। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, যারা পাক-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। এটা বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" [সূরা ওয়াকিয়াহ: ৭৭-৮০]

(খ) **ত্রুটিমুক্ত:** কুরআনের মাঝে নেই কোন প্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা। কারণ, ইহা সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা হতে মুক্ত ও মহাপবিত্র আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"এটা অবশ্যই এক সম্মানিত কিতাব। এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" [সূরা হা-মীম সাজদাহ:৪১-৪২]

(গ) **সুস্পষ্ট:** কুরআনের বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং এর মাঝে নেই কোন প্রকার অস্পষ্টতা। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে নাজিল করেছি এবং আল্লাহ-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন।" [সূরা হাজ্ব: ১৬]

(ঘ) **পরিপূর্ণ:** কুরআন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুকেই শামিল করে। কারণ, কুরআন দুই জীবনের কল্যাণের সমষ্টি। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"আমি কিতাবে কোন কিছুই লিখতে ছাড়েনি।" [সূরা আন'য়াম: ৩৮]

(ঙ) **ভারসাম্যপূর্ণ:** কুরআনের সবকিছুই ভারসাম্যপূর্ণ। যেমন: হদায়েতের ক্ষেত্রে, সকল বিষয়বস্তুতে, সমস্যা দূর করণে। মানুষের আত্মা ও শরীরের মাঝের সমন্বয় সাধানে। অনুরূপ বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তরের মধ্যে ও অধিকার ও করণীয় ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে।

(চ) **আমলের যোগ্য:** কুরআন বাস্তব আমলযোগ্য একটি কিতাব যা প্রতিটি যুগে ও স্থানে বাস্তবায়ন করার জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"বলুন: আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নি:শেষ হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।" [সূরা কাহাফ:১০৯]

(ছ) **চ্যালেঞ্জ ও মু'জিযা:** কুরআনের চ্যালেঞ্জ কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে এবং বিদ্বানগণ সর্বদা কুরআনের অলৌকিকতা ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য।" [সূরা হা-মীম সাজদাহ: ৫৩]

(জ) **অকাট্যভাবে সাব্যস্ত:** কোন প্রকার বিচ্ছন্ন ব্যতীত কুরআনের বর্ণনা বিশ্বস্ত মুতাওয়াতির সূত্র দ্বারা নবী [ﷺ] থেকে সাব্যস্ত। আজ পর্যন্ত এর মাঝে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এ বৈশিষ্ট্য অন্য কোন আসমানী কিতাবের জন্য সাব্যস্ত হয়নি। এ ছাড়া কুরআনের সংরক্ষণ দ্বীন ইসলাম চিরস্থায়ী তারই বাস্তব প্রমাণ।

(ঝ) **সংরক্ষিত:** কুরআন সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কিংবা কম-বেশি হওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"আমিই জিকির (কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।" [সূরা হিজর: ৯]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দ্বিতীয় মূল দলিলঃ নবী [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ হাদীসের পরিচয়ঃ

হাদীস হলোঃ যা নবী [ﷺ] থেকে প্রকাশিত হয়েছে, চাই তা তাঁর বাণী হোক বা কাজ কিংবা সমর্থন। নবী [ﷺ] বলেন:"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যতক্ষণ তোমরা তা মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত।" [মুওয়াত্তা ইমাম মালেক]

হাদীসের এ মর্যাদা ও স্থান এ জন্যেই যে, সুন্নত কখনো কুরআনের বিস্তারিত বর্ণনাকারী অথবা কুরআনে যে বিষয়ে দলিল নেই সে ব্যাপারে নতুন বিধান সাব্যস্তকারী। আর এ কারণেই কুরআনে বহু স্থানে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আনুগত্য আল্লাহ তা'য়ার আনুগত্যের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। যেমন:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"হে ঈমানদানগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর (দ্বীনি আলেম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর) তাদের। এরপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

নবী [ﷺ]-এর হাদীসের কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

(ক) রাব্বানীঃ ইহা ঐশী বাণীর দ্বিতীয় প্রকার। কারণ, অহী দুই প্রকার। (এক) অহী মাতলু তথা কুরআন। (দুই) অহী গাইর মাতলু তথা নবী [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ হাদীস। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"এবং তিনি (মুহাম্মদ) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন অহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।" [সূরা নাজম:৪-৫]

(খ) অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রঃ সকল বিশুদ্ধ হাদীস নবী [ﷺ] পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বিশ্বস্ত সূত্র দ্বারা সাব্যস্ত। আর এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য একমাত্র মুসলিম জাতির জন্যই প্রযোজ্য অন্য কোন জাতির জন্য নয়। কারণ, অন্য কোন নবী বা রসূলগণের সুন্নতের যোগসূত্র সাব্যস্ত নেই।

(গ) সংরক্ষিতঃ হাদীসের সংরক্ষণ কুরআনের সংরক্ষণের অংশ। কারণ, হাদীস কুরআনের বিস্তারিত বর্ণনাকারী ও বিধানসমূহের পূর্ণকারী।

(ঘ) বিধিবিধান প্রণয়নে ভুল-ভ্রান্তি মুক্তঃ কেননা হাদীস অহী গাইর মাতলু। আর অহী সম্পূর্ণ ভুল-ত্রুটি মুক্ত। নবী [ﷺ] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [ﷺ]কে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে বলেন:"লেখ, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! সত্য ব্যতীত তার (মুহাম্মদ ﷺ) থেকে অন্য কিছু বের হয় না।" [আবু দাঊদ]

মনে রাখতে হবে যে, যঈফ (দুর্বল) ও জাল হাদীস দ্বারা শরিয়তের কোন বিধিবিধান প্রমাণিত হয় না। বরং তা পরিহার করা ওয়াজিব।

মূল দলিলের সহায়ক দলিল দু'টিঃ

প্রথম: ইজমা':

নবী [ﷺ]-এর পরে শরিয়তের কোন নতুন বিধানের ব্যাপারে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে কোন এক সময়ের এ উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐক্যমতকে ইজমা' বলে। ইহা শরিয়তের বিধিবিধানের একটি সহায়ক দলিল তার প্রমাণ। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"এমনভিাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি–যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে।" [সূরা বাকারা:১৪৩] "সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে।" ইহা তাদের আমল ও আমলের বিধিবিধান সবকিছুকেই শামিল করে। আর সাক্ষ্যদাতার কথা গ্রহণযোগ্য। নবী [ﷺ] বলেন:"আমার উম্মত কোন ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যমত পোষণ করবে না।" [সহীহ ইবনে মাজাহ]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইজমার কিছু উদাহরণঃ

- নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর পর সাহাবা কেরাম (রা:)-এর কুরআন কারীম একত্রে লেখার বিষয়ে ইজমা‘।
- ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (o.i.c.), ইসলামী ফেকাহ একাডেমি ও আন্তর্জাতিক ইসলামী লীগ মক্কায় অনুষ্ঠিত সম্মেলেনে ব্যাংকের সর্বপ্রকার ফায়দা সুদের অন্তর্ভুক্ত যা শরিয়তে হারাম তার প্রতি ইজমা‘।

ইজমার প্রকারঃ

ইজমা‘ দুই প্রকার:

১. **সুস্পষ্ট ইজমা‘:** কোন কথা বা কাজের প্রতি সুস্পষ্টভাবে কারো দ্বিমত ছাড়াই উম্মতের কোন এক সময়ের সকল মুজতাহিদগণের ঐক্যমত হওয়া। যেমন: নবী [ﷺ]-এর যুগ থেকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ এ বিষয়ে ইজমা‘। এ ধরনের ইজমা‘ দলিল হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত বিদ্বানগণ একমত। আর এ ধরনের ইজমা দলিল হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান ও আমল নিশ্চিত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২. **নিরব ইজমা‘:** কোন মুজতাহিদের কথা বলা বা কাজ করার পর অন্যান্যরা জানার পর তার বিপরীত প্রকাশ না করা। এ ইজমার জন্য শর্ত হলো: নিরব মুজতাহিদ এ কথার প্রতি যেন অসম্মতি না জানান এবং শুনার পর গবেষণা ও দেখার জন্য যথেষ্ট সময় অতিক্রম হয়। এ ধরনের ইজমা দলিল হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান ও আমল ধারণা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইজমার জন্য শর্তাবলীঃ

১. মুজতাহিদগণের যুগ শেষ হওয়া, যাতে করে কোন মুজতাহিদ তার মতামত থেকে ফিরে আসার সুযোগ না থাকে।
২. এমন বিষয় ইজমা‘ না হওয়া যে ব্যাপারে সাহাবাদের যুগে মতানৈক্য হয়েছে।
৩. ইজমার জন্য শরিয়তের দলিল থাকা।

মুজতাহিদের জন্য শর্তাবলীঃ

১. আহকাম (বিধানসমূহ)-এর আয়াতসমূহের জ্ঞান থাকা।
২. আহকাম (বিধানসমূহ)-এর হাদীসসমূহের জ্ঞান থাকা।
৩. যেসব বিষয়ে ফিকাহবিদগণ ইজমা‘ হয়েছে সে ব্যাপারে জ্ঞান থাকা।
৪. আরবি ভাষায় সুদক্ষ হওয়া। কারণ, কুরআন ও হাদীস আরবি ভাষায়। তাই আরবি ভাষার জ্ঞান ছাড়া বুঝা অসম্ভব।
৫. নাসিখ (রহিতকারী কুরআন ও হাদীসসমূহ) ও মানসূখ (কুরআন ও হাদীসের রহিত বিধানসমূহ) সম্পর্কে জ্ঞান।
৬. ফিকাহশাস্ত্রের উসুল তথা মূলনীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান জরুরি।
৭. কিয়াস সম্পর্কে জ্ঞান আবশ্যকীয়।
৮. সৎ ও মুত্তাকী ব্যক্তি হওয়া এবং বেদাতী ও ফাসিক তথা ওয়াজিব-ফরজ ত্যাগকারী না হওয়া।

দ্বিতীয়: বিশুদ্ধ কিয়াসঃ

কিয়াস হলো: কোন শাখাকে আসলের সাথে দু’টির মাঝে সমন্বয়কারী কারণে সামঞ্জস্যবিধান করা। যেমন: মদ (আসল) হারামের কারণ নেশা। তাই গাঁজা ইত্যাদি (শাখা) হারাম। কারণ তার মাঝে নেশা রয়েছে।

কিয়াস সহায়ক দলিল তার প্রমাণঃ

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

“আল্লাহ যিনি সত্যগ্রন্থ ও মীজান নাজিল করেছেন।” [সূরা শূরা:১৭]

মীজান হলো: যার দ্বারা বিষয়াদি ওজন ও পরিমাপ করা যায়।

নবী [ﷺ]-এর বাণী:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

একজন মহিলা তার মৃত মার পক্ষ থেকে রোজা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি [ﷺ] বলেন:"আচ্ছা তোমার মার প্রতি কারো ঋণ থাকলে সেটা কি আদায় করতে? সে বলল: হ্যাঁ, তিনি [ﷺ] বললেন:"অতএব, তোমার মার পক্ষ থেকে রোজা কাজা করে দাও।" [বুখারী ও মুসলিম]

উমার [رضي الله عنه] আবু মূসা আশ'য়ারী [رضي الله عنه]কে বিচার ফয়সালার ব্যাপারে এক পত্রে বলেন:"যা কুরআনে ও সুন্নাতে পাবেন না সে ব্যাপারে বিষয়গুলোর কিয়াস করবেন এবং অনুরূপ সদৃশ বিষয়গুলো জেনে যা আল্লাহর নিকট প্রিয় ও সত্যের সদৃশ তার অনুমোদন দেবেন।" [বাইহাকী:১০/১১৫, দারাকুতনী:৪/২০৬-২০৭ ও ইগাছাতুল লাহফান- ইবনুল কায়্যেম:১/৮৬]

ইমাম মুজানী বর্ণনা করেন: সাহাবীদের যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত ফিকাহবীদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সত্যের নজির সত্য এবং বাতিলের নজির বাতিল। আর তাঁরা ফিকহের সমস্ত বিধানে কিয়াস প্রয়োগ করেছেন।

কিয়াসের রোকন:

চারটি: (এক) মাকিস: শাখা যাকে তুলনা করা হয় যেমন গাঁজা।

(দুই) মাকিস 'আলাইহি: আসল যার সাথে তুলনা করা হয় যেমন মদ।

(তিন) হুকুম: শরিয়তের দলিল যা দাবী করে, চাই ওয়াজিব হোক বা হারাম কিংবা সঠিক বা বেঠিক ইত্যাদি।

(চার) 'ইল্লাত (কারণ): যে অর্থ দ্বারা আসলের হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে যেমন নেশা।

কিয়াসের শর্তাবলী:

১. তার চেয়ে শক্তিশালী দলিলের সাথে যেন সংঘাত ও বিপরীত না হয়। তাই কিয়াস যদি কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস বা ইজমার সাথে সংঘাত হয়, তবে গণ্য করা যাবে না। যেমন: একজন বিবেকবান নারীর অলি ব্যতীত নিজের বিবাহ সম্পাদনকে অলি ছাড়া তার বেচাকেনার উপর কিয়াস করা সঠিক হবে না। কারণ, ইহা "অলি ছাড়া কোন বিবাহ নেই।" [আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ] এ হাদীসের সাথে সরাসরি সংঘাত। তাই ইহা বাতিল কিয়াস বলে বিবেচিত হবে।

২. আসল (মাকিস আলাইহি)-এর হুকুম নাস্ব (কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস) বা ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। তাই যদি অন্য কিয়াস দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় এবং তার উপর কিয়াস করা হয়, তবে তা বাতিল কিয়াস বলে বিবেচিত হবে। কারণ, আসলের দিকে ফিরে যাওয়াই উত্তম। এ ছাড়া যে কিয়াসকে আসল ধরা হয়েছে তা বিশুদ্ধও হতে পারে এবং শাখাকে শাখার উপর কিয়াস অত:পর শাখাকে আসলের উপর কিয়াস অনেক লম্বা পথ যাতে কোন উপকার নেই।

৩. আসলের হুকুম যেন জানাশুনা কারণ হয়, যাতে করে তা দ্বারা আসল ও শাখাকে জমা করা সম্ভব হয়। তাই যদি আসলের হুকুম শুধুমাত্র এবাদত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার উপর কিয়াস করা যাবে না। যেমন: উট পাখীর মাংস খেলে ওযু নষ্ট হবে উটের মাংস খাওয়ার উপর কিয়াস করে দু'টির

কিয়াসের প্রকার:

কিয়াস দুই প্রকার:

(ক) সুস্পষ্ট কিয়াস: যার কারণ নাস্ব (কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস) অথবা ইজমা' কিংবা আসল ও শাখার মাঝে পার্থক্য নেই নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত।

(খ) সূক্ষ্ম কিয়াস: যার কারণ গবেষণা দ্বারা সাব্যস্ত এবং আসল ও শাখার মাঝে পার্থক্য নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের উসুল (মূলনীতি)

সমস্ত নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের উসুল চারটি:

(এক) তাওহীদ।

(দুই) নবুয়াত ও রেসালাত।

(তিন) তাকওয়া।

(চার) আখেরাত।

সমস্ত নবী-রসূল নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ তা'য়ালার তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিপরীত শিরক থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ করেছেন। আর হইাহ হলো তাওহীদের মূল কথা যা আল্লাহর হক। আর সর্বপ্রকার এবাদত একমাত্র নবী-রসূলদের তরীকায় আদায় করার জন্য আদেশ দিয়েছেন যা নবুয়াত ও রেসালাতের মূল। এ ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা ও নবী-রসূলগণের আদেশ-নিষেধ পালন করাই হলো তাকওয়া। আর উপরের তিনটি উসুলের উপর নির্ভর করবে আখেরাত। সঠিকভাবে পালন করলে আখেরাতে জান্নাত আর না করলে জাহান্নাম। সকল নবী-রসূলগণ এ চারটি উসুল দ্বারাই দা'ওয়াত ও তাবলীগ করেছেন। পূর্ণ দ্বীন ইসলাম এই চার উসুলের মাঝেই কেন্দ্রভূত। সর্বপ্রথম রসূল নূহ [عليه السلام]কে আল্লাহ তা'য়ালা এই চারটি উসুল দ্বারাই প্রেরণ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

g f e d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T S R Q P [

تَعۡلَمُونَ ~ } | { z y x w v u s r q p o n m l k j i h

Z ﴿٤﴾ نوح: ١ - ٤

"আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার জাতির নিকট এ কথা বলে: তুমি তোমার জাতিকে সতর্ক কর, তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে। সে বলল: হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহর নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে।" [সূরা নূহ:১-৪]

আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম দুই আয়াত ও চতুর্থ আয়াতে আখেরাত উসুল উল্লেখ করেছেন। আর তৃতীয় আয়াতে তিনটি উসুল তথা তাওহীদ, তাকওয়া ও রেসালাত উল্লেখ করেছেন।

দা'ওয়াতের ময়দানে যারা কাজ করছেন তাদেরকে এ চারটি উসুলের প্রতি গুরুত্ব দেয়া অতীব জরুরি। নিম্নে চারটি উসুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

প্রথম: তাওহীদ:

নবী-রসূলগণ তাঁদের জাতিকে সকল এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা এবং কোন প্রকার এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কার জন্য না করার দা'ওয়াত করেন। যেমন: বিভিন্ন নবী-রসূলগণের দা'ওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z I B A @ ? > = < ; [الأعراف: ٥٩

"হে আমার জাতি! একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর; তিনি ছাড়া আর কোন তোমাদের উপাস্য নেই।" [সূরা আ'রাফ: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫ সূরা হূদ:৫০, ৬১, ৮৪ সূরা মুমিনূন:২৩]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দ্বিতীয়: নবুয়াত ও রেসালাত:

নবুয়্যাত শব্দ থেকে নবী যার অর্থ খবরদাতা এবং রেসালাত শব্দ থেকে রসূল যার অর্থ পত্রবাহক বা দূত। নবী-রসূলগণ (আ:) আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে খবরদাতা ও দূত। নবী-রসূলগণ (আ:) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা প্রচার করতেন তার আনুগত্য করার জন্য দা'ওয়াত করেন। প্রতিটি নবী-রসূল নিজ নিজ জাতিকে তাঁদের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ এবং নাফরমানি করতে নিষেধ করেন। আর রেসালাতের মর্মার্থ হলো: এক আল্লাহর এবাদত শুধুমাত্র সে নবী বা রসূলের তরীকা ছাড়া আর অন্য কোন তরীকা দ্বারা করা যাবে না। আর করলেও তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সলেহ [عليه السلام] সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

الأعراف: ٧٩ Z ﴿٧٩﴾ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّٰصِحِينَ ~ } | { z y x w v u [

(ক) "সালেহ তাদের থেকে প্রস্থান করলো এবং বলল: হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম (রেসালাত) পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্খীদেরকে ভালবাস না।" [সূরা আ'রাফ:৭৯]

c b a ` _] \ [Z X W V U T S Q P O N M L K J [

المائدة: ٦٧ Z e d

(খ) "হে রসূল, তাবলীগ করুন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদা:৬৭]

الأعراف: ١٥٨ Z µ y x w v u t s r [

(গ) "বলে দিন, হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল।" [সূরা আ'রাফ:১৫৮]

] مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ Z الأحزاب: ٤٠

(ঘ) "মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির বাবা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।" [সূরা আহজাব:৪০]

آل عمران: ١٨٤ Z m l k j i h g f e d c b a [

(ঙ) "তাছাড়া এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে আপনার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; যারা নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ।" [সূরা আল-ইমরান:১৮৪]

] © ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِي ´ µ ¶ ¸ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا

وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ ﴿١٣٠﴾ Z الأنعام: ١٣٠

(চ) "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আগমন করেননি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে: আমরা স্বীয় পাপ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।" [সূরা আন'আম:১৩০]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

h g f e d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [

الزمر: ٧١ Z w v u t s r q p o m l k j i

(ছ) "কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল অসেননি, যাঁরা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করতেন এবং সতর্ক করতেন এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির বিধানই বাস্তবায়িত হয়েছে।" [সূরা জুমার:৭১]

আর এ জন্যে কোন কাফের মুসলিম হতে চাইলে এক আল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে নবীর রেসালাতের সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত মুসলিম হতে পারবে না।

آل عمران: ٣١ Z M L K J I H G F E D C B A @ ? > [

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমারদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।" [সূরা আল-ইমরান:৩১]

তৃতীয়: তাকওয়া:

নবী-রসূলগণ তাঁদের জাতিকে তাকওয়া তথা আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন এবং নিষেধসমূহ পরিহার করার জন্য আদেশ করেন। তাকওয়ার অর্থ সাধারণত: আল্লাহভীরুতাকে বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ আল্লাহর নির্দেশ ত্যাগ করতে বা নিষেধ উপেক্ষা করতে আল্লাহকে ভয় করা। অন্যভাবে বলা যেতে পারে: আল্লাহর সমস্ত আদেশ পালন ও সকল নিষেধ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া।

نوح: ٢- ٣ Z k j i h g f e d c b a ` _ [

(ক) "সে (নূহ) বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা নূহ:২-৩]

الشعراء: ١٢٣ – ١٢٦ Z رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ ~ } | { z y x w v u t s r q [

(খ) "আদ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন: তোমাদের কি ভয় নেই? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা শু'আরা:১২৩-১২৬]

الشعراء: ١٤١ – ١٤٤ Z R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > [

(গ) "সামূদ জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ, তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা শু'আরা:১৪১-১৪৪]

الشعراء: ١٦٠ – ١٦٣ Z 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ঘ) "লূতের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই লূত, তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা শু'আরা:১৬০-১৬৩]

[كَذَّبَ أَصۡحَٰبُ ´ µ ¶ ¸ قَالَ لَهُمۡ شُعَيۡبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٧ إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ١٧٨ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٧٩ Z

الشعراء: ١٧٦ – ١٧٩

(ঙ) "বনের অধিবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই শো'আইব, তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা শু'আরা:১৭৬-১৭৯]

[; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L Z طه: ٩٠

(চ) "হারূন তাদের পূর্বেই বলেছিলেন: হে আমার জাতি, তোমরা তো এই গো–বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।" [সূরা ত্বহা:৯০]

[6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C E F G H Z الزخرف: ٦٣

(ছ) "ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন বললেন, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে, কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।" [সূরা জুখরুফ:৬৩]

[p q r s t u v w x y z Z النساء: ١٣١

(জ) "বস্তুত: আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদের এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই আল্লাহকে ভয় করতে থাক।" [সূরা নিসা:১৩১]

চতুর্থ: আখেরাত:

নবী-রসূলগণ তাঁদের জাতিকে পরকালের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন। পরকালে পুনরুত্থান, প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের কথা অবহিত করেন। সেই দিন এক দলের পরিণাম হবে জান্নাত আর অপর দলের জাহান্নাম।

[p q r s t u v Z الشورى: ٧

(ক) "একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"
[সূরা শূরা:৭]

[n o p q s t u v w y z { | } ~ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ

إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ © Z آل عمران: ١٨٥

(খ) "প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া আর অন্য কোন সম্পদ নয়।" [সূরা আল-ইমরান:১৮৫]

[q r s t u v x y z { | ~ تَعۡقِلُونَ ٣٢ Z الأنعام: ٣٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(গ) "পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালে আবাস পরহেজগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না?" [সূরা আন'আম:৩২]

[G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\ ] '

Z g f e d c b a ` _ هود: ١٥ – ١٦

(ঘ) "যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।" [সূরা হূদ:১৫-১৬]

[4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ Z الإسراء: ١٩

(ঙ) "আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা–সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।" [সূরা বনী ইসরাঈল:১৯]

[7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L

Z النمل: ٤ – ٥

(চ) "যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব, তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা নামল:৪-৫]

[تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ Z القصص: ٨٣

(ছ) "সেই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধতা প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।" [সূরা কাসাস:৮৩]

[! " # $ % & ' |) * + , - . / 0 1 2 Z العنكبوت: ٦٤

(জ) "এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া–কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। পারকালের গৃহই প্রকৃত স্থায়ী জীবন, যদি তারা জানত।" [সূরা আনকাবূত: ৬৪]

[يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِىَ ´ µ ¶ Z غافر: ٣٩

(ঝ) "হে আমার জাতি, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।" [সূরা মুমিন:৩৯]

[~ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى © ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ´ Z التغابن: ٧

(ঞ) "কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অত:পর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" [সূরা তাগাবুন:৭]

[فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ

ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ Z المؤمنون: ١٠٢ – ١٠٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ট) "যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা জাহান্নামেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।" [সূরা আল-মুমিনূন:১০২-১০৪]

{ z y x w v u t s r q p o n m l j i h [

الأعراف: ٨ – ٩ Z ~ } |

(ঠ) "আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অত:পর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত।" [সূরা আ'রাফ:৮-৯]

R Q P O N M L K J I H G F E D C B A [

القارعة: ٦ – ١١ Z Z Y X W V U T S

(ড) "অতএব, যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি কি তা জানেন? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।" [সূরা কারি'য়া: ৬-১১]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ঈমান, নেফাক, কুফ্‌র ও রিদ্দাহ

ঈমান

আভিধানিক অর্থ: ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা। যে কোন ধরনের বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়। চাই তাওহিদী বিশ্বাস হোক বা শিরকি বিশ্বাস হোক। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে শুধুমাত্র তাওহিদী বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।
ইমানের সংজ্ঞা: ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস করা, জবান দ্বারা স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজে বাস্তবায়ন করার নাম, যা সৎ আমলের মাধ্যমে বাড়ে এবং পাপ কাজের দ্বারা কমে।
মুমিন হলো: অন্তরে বিশ্বাসকারী, মুখে স্বীকারকারী এবং সে মোতাবেক আমলকারী ও সৎ আমল করে ঈমান বৃদ্ধিকারী ও সর্বপ্রকার পাপ কাজ ত্যাগ করে ঈমানের হেফাজতকারী।
ঈমানের শাখা প্রশাখা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ)). أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"ঈমানের ৭৩ বা ৬৩টির বেশী শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চটি হলো: 'লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ' আর সর্বনিম্ন হলো: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া এবং লজ্জা করাও ঈমানের একটি অঙ্গ। [মুসলিম]
ঈমানের রোকন: ঈমানের রোকন ৬টি যথা: আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ, নবী-রসূলগণ, শেষ দিবস ও তকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।
এ সমস্ত রোকনের দলিল আল্লাহর বাণী:
"তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে করবে তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। [সূরা বাকারা: ১৭৭]
ভাগ্যের দলিল আল্লাহর বাণী:
"আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" [সূরা কামার:৪৯]
সুন্নত থেকে দলিল হাদীসে জিবরীল [আ:]। যখন তিনি নবী [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে খরব দেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, (ঈমান হচ্ছে)"আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, পরকাল, কিতাব, নবী-রসূলগণ, শেষ দিবস ও তকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনবে।" [বুখারী ও মুসলিম]
আমাদের দেশে পুনরুত্থানকে একটি আলাদা রোকন বানিয়ে ঈমানের রোকন সাতটি বলা হয়ে থাকে। আসলে পুনরুত্থান শেষ দিবসের প্রতি ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত।
অনেকে মনে করেন ঈমানের ৬টি রোকন কি তার নাম জেনে নেওয়াই যথেষ্ট। এমন ধারণা করাটা মারত্মক ভুল। বরং রোকনগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও দাবি কি তা জানা প্রতিটি মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নেফাক

(ক) আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থঃ

নেফাক শব্দটির আভিধানিক অর্থ: মোনাফেকি, কপটতা ও দ্বিমুখিতা ।

ইসলামি পরিভাষায়ঃ ভিতরে কুফুরি লুকিয়ে রেখে বাহিরে ইসলাম প্রকাশ করা।

মোনাফেক হলোঃ অন্তরের মাঝে কুফুরি গোপনকারী ও বাহিরে ইসলাম প্রকাশকারী।

(খ) নেফাকের প্রকারঃ

(এক) নেফাক এ'তেকাদী তথা আকীদা (বিশ্বাসে) নেফাকি, একে বড় নেফাকি বলে। বড় মোনফেক ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নামের অতল তলে।

বড় মোনাফেক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ © تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ Z النساء: ١٤٥

"নি:সন্দেহে মোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।" [সূরা নিসা:১৪৫]

Z [M L K J I H [النساء: ١٤٢

"অবশ্যই মোনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে।" [সূরা নিসা:১৪২]

Z | X W V U T S R Q P O N M L K J I H [

Z ` _ ^] \ [البقرة: ٩ – ١٠

"তারা আল্লাহ এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত: তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আজাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।" [সূরা বাকারা:৯-১০]

(গ) বড় নেফাকের লক্ষণঃ

১. রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

২. রসুলুল্লাহ [ﷺ]-এর আনীত বিধানের কিছুকে মিথ্যারোপ করা।

৩. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

৪. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আনীত কোন বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

৫. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দ্বীনের পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ করা।

৬. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দ্বীনের বিজয়কে ঘৃণা করা।

(দুই) নেফাক আমলী তথা কাজে-কর্মে নেফাকি। একে ছোট নেফাকি বলে। ইহা অন্তরে ঈমান থাকার পরেও কাজে-কর্মে মোনাফিকের কোন আমল করা। এ ধরনের নেফাকি ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না। তবে মোনাফিক হওয়ার জন্য এক মাধ্যম। এ নেফাক ঈমানের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু যখন ছোট নেফাকি প্রকট আকার ধারণ করে তখন বড় মোনাফিক হয়ে যায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ». متفق عليه.

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:"যার মধ্যে চারটি জিনিস পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফেক বলে বিবেচিত হবে। আর যার মাঝে সেগুলোর কোন একটি পাওয়া যাবে, সেটিকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুনাফেকের একটি আলামত বিদ্যমান থাকবে। আর তা হলো: (১) যখন সে কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে। (২) যখন অঙ্গিকার করবে তখন ভঙ্গ করবে। (৩) আর যখন তার নিকট কোন আমানত রাখা হবে তখন তার খেয়ানত করবে। (৪) যখন ঝগড়া করবে তখন বাজে কথা বলবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

(ঘ) নেফাকি থেকে ভয়:

ইবনে আবি মুলাইকা (রহ:) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর ৩০জন সাহাবী [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাঁরা সকলেই নিজের উপর নেফাককে ভয় করতেন। [বুখারী]

(ঙ) বড় ও ছোট নেফাকির মধ্যে পার্থক্য:

১. বড় নেফাকি মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় কিন্তু ছোট নেফাকি বের করে দেয় না।
২. বড় নেফাকি হয় আকীদায় (অন্তরে) আর ছোট নেফাকি হয় আমলে (কাজে)।
৩. বড় নেফাকি কোন মুমিন থেকে সংঘটিত হয় না। কিন্তু ছোট নেফাকি মুমিন থেকেও সংঘটিত হতে পারে।
৪. বড় নেফাকির মোনাফিক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তওবা করে না। আর করলেও তার তওবা কবুলের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ছোট নেফাকির মোনাফিক তওবা করে ও আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

কুফুরি

১. কুফুরি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

কুফ্‌র শব্দটি আরবি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: ঢেকে দেওয়া, গোপন করা ও অস্বীকার করা।

আর ইসলামি পরিভাষায় কুফুরি হলো: আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের প্রতি ঈমান না আনা এবং দ্বীনের কোন জিনিসকে অস্বীকার করা। ইহা ঈমানের বিপরীত কাজ।

কাফির হলো: আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণ বা দ্বীনের কোন কিছুকে অস্বীকারকারী।

২. কুফুরির প্রকার:

কুফুরি দুই প্রকার:

(ক) বড় কুফুরি: ইহা মানুষকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। ইহা আবার পাঁচ প্রকার:

(এক) কুফ্‌রুত্তাকযীব: মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কুফুরি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

العنكبوت: Z o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^] [

٦٨

"যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরদের আশ্রয়স্থল হবে?" [সূরা আনকাবূত:৬৮]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(দুই) কুফ্‌রুলইবা' ওয়াত্তাকাব্বুর: সত্য জানার পরেও অহংকারবশত: কুফুরি করা।
আল্লাহ তা'আলার বাণী:

[v w x y z { | } ~ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾ Z البقرة: ٣٤

"আর যখন আমি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" [সূরা বাকারা:৩৪]

(তিন) কুফ্‌রুশশাক: সন্দেহ ও ধারণাবশত: কুফুরি।
আল্লাহ তা'আলার বাণী:

[! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J

الكهف: ٣٥ – ٣٨ Z K L M N O P Q R S T

"নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল: আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল: তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অত:পর বীর্য থেকে, অত:পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে। কিন্তু আমি তো এ কথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরিক মানি না।" [সূরা কাহ্‌ফ: ৩৫-৩৮]

(চার) কুফ্‌রুলই'রায: উপেক্ষা ও বর্জনকরত: কুফুরি।
আল্লাহ তা'আলার বাণী:

[u v w x y z Z الأحقاف: ٣

"আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [সূরা আহকাফ:৩]

(পাঁচ) কুফরুননিফাক: কপতটা করে (অন্তরে কুফুরি ও বাইরে ইসলাম) কুফুরি।
আল্লাহ তা'আলার বাণী:

[ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ © فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ ﴿٣﴾ Z المنافقون: ٣

"এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।" [সূরা মুনাফিকূন: ৩]

(খ) ছোট কুফুরি: এ কুফুরি কাজের দ্বারা সংঘটিত হয়। ছোট কুফুরি বলা হয় ঐ সকল পাপকে যা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে কুফুরি নামে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু বড় কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছাই না। যেমন: নেয়ামতের কুফুরি। ইহা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না।
আল্লাহ তা'আলার বাণী:

[2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A J Z النحل:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

“আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অত:পর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কুফুরি (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করল।” [সূরা নাহল:১১২]

নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:“মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং হত্যা করা কুফুরি।” [বুখারী ও মুসলিম]

((عَنْ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) الترمذي وصححه الحاكم.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করবে সে কুফুরি অথবা শিরক করল।” তিরমিযী ও হাকেম]

আল্লাহ তা‘আলা হত্যাকারী ও হত্যায় লিপ্ত ব্যক্তিকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন:

n m l k j i g f e d c b ` _ ^] \ [Z Y [

Z ﴿١٧٨﴾ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ~ } | { y x w v u s r q p o

البقرة: ١٧٨

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নরীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।” [সূরা বাকারা:১৭৮]

Z ﴿٩﴾ o n m l k j i [الحجرات: ٩

“আর যদি মুমিনদের দু’টি দল কিতালে (যুদ্ধে) লিপ্ত হয়।” [সূরা হুজুরাত:৯]

৩. বড় ও ছোট কুফুরির মাধ্যে পার্থক্য:

১. বড় কুফুরি মিল্লাত ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। কিন্তু ছোট কুফুরি বের করে দেয় না।

২. বড় কুফুরি করে তওবা ছাড়া মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। কিন্তু ছোট কুফুরি করলে জাহান্নামে প্রবেশ করলেও চিরস্থায়ী হবে না। আর আল্লাহ চাইলে পাপসমূহ মাফ করে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশও করাতে পারেন।

৩. বড় কুফুরিকারীর জানমাল ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হালাল হয়ে যায়। কিন্তু ছোট কুফুরিতে তা হয় না।

৪. বড় কুফুরিতে লিপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে মুমিনদের শত্রুতা করা জরুরি। তার সাথে মেলামেশা ও ভালবাসা করা হারাম, যদিও সে নিজ আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন। কিন্তু ছোট কুফুরিতে এমনটা জরুরি না।

রিদ্দত

(ক) রিদ্দতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

রিদ্দত শব্দটি আরবি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ: প্রত্যাবর্তন ও ফিরে যাওয়া। আল্লাহ বলেন:

[وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ ﴿٢١﴾ Z المائدة: ٢١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"আর পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।" [সূরা মায়েদা:২১]

ইসলামি পরিভাষায় রিদ্দত হলো: ইসলাম থেকে বা গ্রহণের পর কুফুরিতে ফিরে যাওয়া।

মুরতাদ: ইসলাম ত্যাগকারীকে মুরতাদ বলা হয়। আল্লাহ বলেন:

w v u t s r q p o n m l k j i h [

البقرة: ٢١٧ Z ~ } | { z y x

"তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।" [সূরা বাকারা:২১৭]

(খ) রিদ্দতের প্রকার:

১. কথার দ্বারা রিদ্দত: যেমন আল্লাহ কিংবা রসূল অথবা ফেরেশতা বা কোন নবী-রসূলকে গালি-গালাজ করা। অথবা ইলমে গায়ব (কোন মাধ্যম ছাড়া অদৃশ্যের খবরাদি জানা দাবী করা বা মনে করা) কিংবা নবুয়াতী দাবী করা অথবা নুবুওয়াতের দাবীদারকে বিশ্বাস করা। এ ছাড়া আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকা ও তার নিকট যা সে করতে সক্ষম না তার সাহায্য এবং আশ্রয় কামনা করা।

২. কাজের দ্বারা রিদ্দত: যেমন মূর্তি, গাছ, পাথর ও কবর ইত্যাদিকে সেজদা করা এবং এগুলোর উদ্দেশ্যে পশু-পাখী জবাই বা মান্নত করা, কুরআনের অবমাননা করা, জাদু করা ও শেখা এবং শিখানো এবং আল্লাহর বিধান ছাড়া মানব রচিত বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করা বৈধ মনে করা ইত্যাদি।

৩. আকিদা তথা বিশ্বাসে রিদ্দত: যেমন আল্লাহর শরিক আছে বিশ্বাস করা, অথবা ব্যাভিচার, মদ, জুয়া ও সুদ ইত্যাদি হারাম জিনিসকে হালাল মনে করা। এ ছাড়া কোন হালাল জিনিসকে হারাম মনে করা কিংবা সালাত ইত্যাদিকে ফরজ মনে না করা।

৪. পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ে সন্দেহ পোষণে রিদ্দাত: যেমন শিরক, জেনা, হালাল বা হারাম জিনিস সম্পর্কে কিংবা নবী [ﷺ] বা কোন রসূলের রেসালাত বিষয়ে অথবা দ্বীন ইসলাম বা ইহা বর্তমান যুগে অনুপযোগী ইত্যাদি ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা।

(গ) রিদ্দত প্রমাণিত হলে যে সকল বিধান প্রযোজ্য:

১. মুরতাদ হয়েছে কি না তার প্রমাণ করবেন ইসলামী আদালতের মহামান্য বিচারক সাহেব। ইহা অন্য কারো দ্বারা সাব্যস্ত হবে না।

২. পরিপূর্ণ ইসলামকে সঠিকভাবে জানার পর ইসলাম ত্যাগ করলেই মুরদাত ধরা হবে।

৩. মুরতাদকে তিন দিন যাবত তওবা করার সুযোগ দিতে হবে। এর মধ্যে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসলে তা কবুল করা ও তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

4. মুরতাদ সাব্যস্ত হওয়ার পর তওবা করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা ইসলামি রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব বর্তাবে। ইহা কোন ব্যক্তির কাজ নয়।

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)).البخاري

ইবনে আব্বাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি তার দ্বনি পরিবর্তন করে (মুরতাদ হয়) তাকে হত্যা কর।" [বুখারী]

৫. মুরতাদকে তার সম্পদ ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে হবে। যদি ইসলামে ফিরে আসে তবে ফেরৎ পাবে। আর যদি তওবা না করে তবে তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে ইসলামি রাষ্ট্রের বাইতুল মালে জমা করতে হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬. মুরতাদ ও তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে উত্তরাধিকার সূত্র বিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যার ফলে একে অপরের ওয়ারিছ হবে না।
৭. মুরতাদ অবস্থায় হত্যা করা হলে বা মারা গেলে তাকে গোসল ও কাফন পরানো যাবে না এবং তার প্রতি জানাজার নামাজ আদায় ও মুসলমানদের কবরস্থানে সমাহিত করা যবে না। অন্য কোন স্থানে তাকে পুঁতে দিতে হবে।

দ্বীনের কিছু জরুরি নীতিমালা

১. মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য হারাম কোন মাধ্যম গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
২. ভালবাসা ও ঘৃণা শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই হতে হবে।
৩. বিপর্যয় দূরকরণ মঙ্গল অর্জনের পূর্বের কাজ।
৪. বিবেক-বুদ্ধিকে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া দ্বীন ধ্বংসের ভারী হাতিয়ার।
৫. দ্বীন ইসলাম শাশ্বত, সনাতন, সর্বযুগ ও সবার জন্য, সংরক্ষিত এবং বাস্তবায়নযোগ্য।
৬. কুফরির ইতিবাচক ও নেতিবাচক শর্তাবলী ছাড়া ফতোয়াবাজি বিপজ্জনক।
৭. শর্ত-শারায়েত ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রহ করা বিপর্যয় সৃষ্টি করা।
৮. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নীতিমালা মেনে চলা জরুরি।
৯. নফ্সের গোলামীর ঘোড়ায় আরোহণকারী কখনো সত্যের সন্ধান ও তা গ্রহণ করতে পারে না।
১০. যার মাঝে নিজের বা অন্যদের ক্ষতি রয়েছে তা ইসলামী শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাওহীদ, শিরক, সুন্নত ও বিদাত

তাওহীদ

"তাওহীদ" আরবি শব্দ যার অর্থ কোন কিছুকে একক সাব্যস্ত করা। তাই তাওহীদ শব্দ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, সৃষ্টিরাজিতে একক বলে কোন জিনিস নেই। বরং প্রতিটি জিনিসের শরিক ও সদৃশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ Z الذاريات: ٤٩

"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।" [সূরা যারিয়াত:৪৯]

অতএব, আল্লাহ তা'য়ালাকে যা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট তাতে একক সাব্যস্ত করাই তাওহীদ। যাকে এক কথায় আল্লাহর একত্ববাদ বলা হয়। তাওহীদ আল্লাহর ইতিবাচক অধিকার যা সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় ফরজ।

তাওহীদের সংজ্ঞা: তাওহীদ হচ্ছে: আল্লাহকে তাঁর রবূবিয়াতে (কাজে), আসমা ও সিফাতে (নামসমূহ, গুণাবলী ও বৈশিষ্টে) একক সাব্যস্ত করা এবং উলূহিয়াত তথা বান্দার সমস্ত এবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য করা।

তাওহীদের প্রকারসমূহ:

১. তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ।
২. তাওহীদুলআসমা ওয়াস্‌স্বিফাত।
৩. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

প্রথমত: তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ:

সংজ্ঞা: তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ হলো: আল্লাহর কাজে তাঁকে একক সাব্যস্ত করা। যেমন: প্রতিপালন, মালিকত্ব, রাজত্ব, সৃষ্টি করা, পরিচালনা ও সারা বিশ্বের মহা ব্যবস্থাপনা, আদেশ ও নিষেধ। অতএব, আল্লাহই একমাত্র সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, তিনি রিজিকদাতা, হায়াত-মউতের মালিক, উপকার ও ক্ষতি তাঁরই হাতে ইত্যাদি।

তাওহীদের এ প্রকারটি মক্কার মুশরেক-কাফেররা স্বীকার করত। কিন্তু ইহা তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করাইনি। বরং রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাদের সাথে যুদ্ধ এবং তাদের জীবন ও সম্পদকে হালাল ঘোষণা করেন। এর দলিল আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"জেনে রাখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই আর বিধানের একমাত্র মালিক তিনিই।" [সূরা আ'রাফ:৫৪]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"এবং আসমান-জমিনের মালিকত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই।" [সূরা জাসিয়া:২৭]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"আপনি যদি তাদেরকে (কাফের-মুশরেকদের) জিজ্ঞেস করেন: আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ।" [সূরা জুমার: ৩৮ ও সূরা লোকমান:২৫]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।" [সূরা ফাতিহা:১]

দ্বিতীয়ত: তাওহীদুলআসমা ওয়াস্‌স্বিফাত:

ক. 'আসমা' শব্দটি 'ইসম' শব্দের বহুবচন যার অর্থ: নামসমূহ। আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। যেমন: আররহমান, আররহীম, আলক্ব-হির, আলকুদদূস ইত্যাদি।

খ. 'স্বিফাত' শব্দটি 'স্বিফাহ্' শব্দের বহুবচন যার অর্থ: গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য। যেমন: রহমত মানে দয়া যা একটি গুণ, 'উলূ অর্থ-ঊর্ধ্বতা, নুজূল মানে অবতরণ, ইস্তিওয়া' অর্থাৎ- ওপরে উঠা ও ঊর্ধ্বে থাকা, মুখমণ্ডল, হাত ইত্যাদি সবই আল্লাহর বৈশিষ্ট্য।

গ. তাওহীদুল আসমা ওয়াসস্বিফাতের সজ্ঞা:

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাব কুরআন কারীমে এবং নবী [ﷺ] তাঁর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে যে সকল আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, মহান গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে তাঁর মহিমা ও মর্যাদার জন্য যেমন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উপযুক্ত তেমনি হুবহু সাব্যস্ত করা। আর যে সকল নামসমূহ, গুণাবলী ও বৈশিষ্টকে অস্বীকার করেছেন সেগুলোকে অস্বীকার করা। ইহা কারো সাথে কোন প্রকার সদৃশ বা অর্থের পরীবর্তন ঘটানো কিংবা ইচ্ছামত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা অথবা অর্থ বিলুপ্ত করা ছাড়াই হতে হবে। এ ছাড়া কোন ধরণ ও আকৃতি ছাড়াই সাব্যস্ত করতে হবে।

ঘ. আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলী দুই প্রকার:

(১) স্বিফাত যাতীয়্যাহ (সত্বীয় গুণাবলী): যেগুলো সর্বদা আল্লাহর সাথে মিলিত। যেমন: জ্ঞান, শক্তি, শুনা, দেখা, কথোপকথন ইত্যাদি। এর মধ্যে আবার কিছু আছে যেগুলো "স্বিফাত খাবারিয়্যাহ" তথা আল্লাহ তা'য়ালা যেগুলো স্বিফাতের খবর দিয়েছেন। যেমন: আল্লাহর চেহারা, তাঁর দু'হাত ও তাঁর দু'চোখ ইত্যাদি।

(২) স্বিফাত ফে'লীয়্যাহ (কার্যীয় গুণাবলী): যেগুলো আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছার সাথে সম্পর্ক। তিনি চাইলে করেন আর না চাইলে করেন না। যেমন: দুনিয়ার আসমানে 'নুজূল' তথা অবতরণ ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

সংজ্ঞা: তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ হলো: বান্দার সকল প্রকার এবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য করা। যেমন: দোয়া, জবাই, নজর-মান্নত, সালাত, কুরবানি, সেজদা, ইস্তি'য়াযা, ইস্তিগাসা, ইস্তিলজাা' ইত্যাদি।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এবাদত করা শিরক, চাই কোন সম্মানিত ফেরেশতা হোক বা কোন নবী-রসূল কিংবা অলি-বুজুর্গ হোক। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সকল প্রকার এবাদত করাই বান্দার প্রতি সবচেয়ে বড় ও সর্বপ্রথম ফরজ।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"আল্লাহর এবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দিবার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি।" [সূরা নাহাল:৩৬]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:"বলুন: তিনিই আল্লাহ একক।" [সূরা এখলাস:১]

তিন প্রকার তাওহীদের একটি আয়াতে দলিল:

Z . - , + *) (' & % $ # " ! [مريم: ٦٥

"তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই এবাদত করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি তাঁর সমনাম কাউকে জানেন?" [সূরা মারইয়াম:৬৫]

তাওহীদের মূল কথা:

বান্দার জীবনে যতকিছু ঘটে, যা, যেভাবে, যখন, যতটুকু প্রয়োজন ও পছন্দ করে এবং যা পছন্দ করে না ও চাই না। এ সবকিছুর দেওয়া-নেওয়া এবং প্রতিহত করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। এতে কেউ কোন প্রকার শরিক না। চাই সে ফেরেশতা হোক বা নবী-রসূল হোক কিংবা অলি-বুজুর্গ হোক। ইহাই হলো তাওহিদুর রবুবিয়্যার মূল দাবী। আর বান্দার যা প্রয়োজন তা দেওয়ার ও যা প্রয়োজন না তা প্রতিহত করার সর্বপ্রকার পরিপূণ্য গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত একমাত্র আল্লাহই। ইহাই হলো তাওহীদুল আসমাা ওয়াসস্বিফাাতের মূল কথা। অতএব, যখন বান্দার জীবনের সবকিছুর কার্যক্ষমতা চূড়ান্তভাবে একমাত্র আল্লাহর হাতে এবং তা সম্পাদনের সব ধরনের সুমহান নামসমূহ, মহত গুণাবলী ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্টময় তিনিই, তখন বান্দার জীবনের সবকিছু করণীয় ও বর্জনীয় যা এবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য হওয়া উচিত। আর ইহাই হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যার মূল দাবী।

[তাওহীদ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য "তাওহীদ ও তার উপকারিতা" বইটি পড়ুন]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শির্ক

শিরক অর্থ: শিরক শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: কোন কিছুর শরিক ও অংশীদার সাব্যস্ত করা। শিরক বলতে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করাকেই বুঝায়।

বড় শিরকের সংজ্ঞা: আল্লাহর রবূবিয়াতে (কাজে), আসমা ওয়াস্‌স্বিফাতে (নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে) এবং উলূহিয়াতে (এবাদতে) কাউকে শরীক সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।

শিরক আল্লাহর নেতিবাচক অধিকার। আর শিরক মহাপাপ, সবচেয়ে বড় অপবিত্র, বড় জুলুম। এ ছাড়া শিরক সমস্ত আমলকে বিনিষ্টকারী, ইসলাম থেকে খারিজকারী, জানমাল হাললাকারী, জান্নাত হারামকারী ও তওবা ছাড়া মারা গেলে অক্ষমাযোগ্য চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার পাপ।

আল্লাহর বাণী:"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।" [সূরা নিসা: ৪৮]

ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [বুখারী]

শিরকের প্রকার: শির্ক দু'প্রকার যথা: (১) বড় শির্ক (২) ছোট শির্ক।

কিছু বড় শির্ক:

১. **দোয়াতে শির্ক:** রুজি অনুসন্ধানে বা রোগ নিরাময় কিংবা বিপদ মুক্তি ও কারো অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নবী-রসূল, অলি ইত্যাদি গাইরুল্লাহকে ডাকা শির্ক। দলিল:"আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবেন না, যে আপনার ভাল করবে না মন্দ করবে না। বস্তুত: আপনি যদি এমন কাজ করেন, তাহলে তখন আপনিও জালেমদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবেন।" [সূরা ইউনুস:১০৬] নবী [ﷺ]-এর বাণী:"যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [বুখারী]

২. **আল্লাহর গুণাবলীতে শির্ক:** যেমন নবী-রসূল ও অলিগণকে গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা। দলিল আল্লাহ বাণী:"অদৃশ্য জগতের চাকিকাঠি তাঁরই হাতে রয়েছে, তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়।" [সূরা আন'আম: ৫৯]

৩. **মহব্বত তথা ভালবাসায় শির্ক:** আল্লাহর অনুরূপ কোন নবী-রসূল বা অলি-বুজুর্গকে ভালবাসা ও ভক্তি করা। দলিল আল্লাহর বাণী:"এবং মানুষের মধ্যে এরূপ আছে– যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ্য স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে।" [সূরা বাকারা:১৬৫]

৪. **আনুগত্যে শির্ক:** শরিয়ত পরিপন্থী কাজে উলামা-মাশায়েখ, ইমাম ও পীর-বুজুর্গদের আনুগত্য করা, তাদের ডাকার উদ্দেশ্যে নয়। দলিল আল্লাহর বাণী:"তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম–যাজাকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।" [সূরা তাওবাহ্:৩১] রসূলুল্লাহ [ﷺ] আদী ইবনে হাতিম [ﷺ]-এর প্রশ্ন:"**আমরা তাদের এবাদত করি না**" উত্তরে তাকে বলেন: তাদের এবাদত হচ্ছে অবাধ্যতার কাজে তাদের আনুগত্য করা। নবী [ﷺ] আরো বলেন:"স্রষ্টার অবাধ্যচরণ করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" [সহীহ্, আহমাদ ও তিরমিযী]

৫. **সর্বত্র বিরাজমানের শির্ক:** এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে আবির্ভূত। সর্বত্র ও সবকিছুতে রিরাজমান। যেমন: সূফী সম্রাট ইবনে আরাবীর আক্বীদা। সে বলেছে: প্রভু তো দাস, আর দাস হলো প্রভু, হায় যদি আমি জানতে পারতাম মুকাল্লাফ (শরীয়াতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) কে।

৬. **বিশ্ব নিয়ন্ত্রনে শির্ক:** যেমন সুফীদের ধারাণা যে, তাদের অলি বা কুতুবরা বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ্‌কে সহযোগিতা করেন। যেমন: বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে বিশ্বাস করা হয়। দললি আল্লাহর বাণী:"তিনি (আল্লাহ) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।" [সূরা সেজদাহ: ৫]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭. **ভয়-ভীতিতে শির্‌ক:** অনুপস্থিত অলি কিংবা জিনের প্রভাব ও অনিষ্ট করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। দলিল আল্লাহর বাণী:"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়।" [সূরা জুমার:৩৬] তবে কোন হিংস্র জন্তু বা জালিম ব্যক্তিকে স্বভাবগতভাবে ভয় শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত নয়।

৮. **বিধান রচনায় শির্‌ক:** দ্বীন পরিপন্থী বিধান প্রণয়ন ও প্রচলন এবং তা বিশ্বাস এবং সন্তুষ্টচিত্তে বৈধ মনে করা বা ইসলামী সংবিধানকে অচল ভাবা। দলিল আল্লাহর বাণী:"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী হুকুম না করে, তাহলে এমন লোক তো কাফের।" [সূরা মায়েদা: ৪৪]

প্রচলিত কিছু শির্‌ক:

দর্গা বা কবরে (মাজারে) মৃত কবরবাসীদেরকে বিপদ মুক্তি বা রুজি, চাকুরি, বাচ্চা ইত্যাদির জন্য ডাকা, তাদের নামে নজর-মান্নত মানা, পশু জবাই করা, তাদের কবরের তওয়াফ বা পার্শে সেজদা করা, মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা, কুরআন-সুন্নার পরিপন্থী ইমাম বা পীর-বুজুর্গদের মতের আনুগত্য করা ইত্যাদি।

ছোট শিরকের সংজ্ঞা: প্রতিটি মাধ্যম ও কর্ম যা বড় শির্‌ক প্রর্যন্ত পৌঁছায় এবং এবাদত পর্যায়ে পৌঁছায় না তাকে ছোট শির্‌ক বলে।

ছোট শির্‌কের প্রকার:

ইহা দু'প্রকার: (১) প্রকাশ্য শির্‌ক। (২) গুপ্ত ও সূক্ষ্ম শির্‌ক।

প্রথম প্রকার: প্রকাশ্য শির্‌ক যা কথায়, শব্দে ও কর্মে হয়ে থাক।

কথায় ও শব্দে ছোট শির্‌ক:

যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। নবী [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে কুফুরি ও শির্‌ক করল।" [তিরমিযী, হাসান বলেছেন, হাকেম, সহীহ্ বলেছেন] এভাবে মায়ের কসম, আগুনের কসম, বিদ্যার কসম, মাটির কসম, ছেলে-মেয়ের কসম, দিন-রাতের কসম, মসজিদের কসম, পীর-অলির কসম ইত্যাদি। এ সবই গাইরুল্লাহর কসম যা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি মনে করা হয় যে, অলি বা যার নামে কসম করছে, মিথ্যা শপথ করলে সে ক্ষতি করতে পারবে তাহলে বড় শিরক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ এবং তোমার ইচ্ছায়, আল্লাহ্ ও ডাক্তার বা কবিরাজ কিংবা অলির জন্য বাচ্চাটি বেঁচে গেল ইত্যাদি ছোট শির্‌ক। কেননা, এখানে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্যের ইচ্ছাকে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু যদি আল্লাহ অত:পর অমুক না থাকলে বা আল্লাহ এরপর অমুক তাহলে আমার এই হত এভাবে বলা বৈধ। কারণ, এখানে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে অন্যের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়নি বরং আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করা হয়েছে।

কর্মে ছোট শিরক:

যেমন বিভিন্ন বালা ও সুতা প্রভৃতি বালা-মসিবত দূর করা আথবা প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা। অনুরূপভাবে বদনজর ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য তাবীজ-কবজ বাঁধা। যদি বিশ্বাস রাখে যে, এসব বালা-মসিবত দূর অথবা প্রতিহত করার একটি কারণ মাত্র, তাহলে ছোট শির্‌ক। কেননা, আল্লাহ এসবকে কারণ হিসাবে স্বীকৃতি দেননি। আর যদি মনে করে যে, এসব বালা-মসিবত প্রতিহত বা দূর করে, তাহলে বড় শির্‌ক। কেননা, এ দ্বারা গাইরুল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়া হয়।

দ্বিতীয় প্রকার:

গুপ্ত ও সূক্ষ্ম শির্‌ক: ইহা রাত্রির আঁধারে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার পদধ্বনির চেয়েও গুপ্ত ও সূক্ষ্ম। এ শির্‌ক নিয়ত ও ইচ্ছার মধ্যে হয়ে থাকে। কোন সৎকর্ম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ বা নাম হাসিলের জন্য সুন্দররূপে সুশোভিত করা। যেমন: কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে কিন্তু লোকের সামনে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাদের প্রশংসা লুটার জন্য অতি সুন্দরভাবে আদায় করে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমি তোমাদের উপর যা অধিক ভয় করি তা হচ্ছে ছোট শির্ক।" সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন:"রিয়া তথা লোক দেখানো আমল।" [আহমাদ, তবারানী ও বাগাভী, শায়খ আলবানী হসান বলেছেন] অনুরূপভাবে দুনিয়া হাসিলের জন্য যে কোন সৎকর্ম যেমন: হজ্ব, আজান, ইমামতি, দান-খয়রাত, দ্বীনি জ্ঞানার্জন, দ্বীন কায়েমের কাজ, দা'ওয়াত-তাবলীগ ও জিহাদ ইত্যাদি পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা ছোট শির্ক।

শির্ক থেকে বাঁচার উপায়:

(ক) এ দোয়াটি বেশি বেশি পড়া।

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَّأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ .

"হে আল্লাহ! আমি জেনে-বুঝে তোমার সাথে যে শিকর করি তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যা না জেনে শিরক করি তা হতেও তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।" [হাদীসটি সহীহ, আলবানীর সহীহুল জামে', হা: ৩৭৩১]

(খ) প্রতি দিন ঘুমানোর সময় সূরা কাফিরূন পড়া। [হাদীসটি হাসান, আলবানীর সহীহুল জামে', হা:২৯২]

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

الكافرون: ١ - ٦ Z @ ? > = < ; : 9 8 7

"বলুন, হে কাফেরকুল, আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর। আর তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।" [সূরা কাফিরূন:১-৬]

[শিরক বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য "শিরক ও তার অপকারিতা" বইটি পড়ুন]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুন্নত

সুন্নতের আভিধানিক অর্থ: তরীকা, পথ, পন্থা ও আদর্শ, চাই তা প্রশংসিত পন্থা হোক অথবা ঘৃণিত হোক।
ইসলামী পরিভাষায় সুন্নত হলো: কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত নবী [ﷺ]-এর পন্থা ও আদর্শ। চাই তা আকীদা হোক বা আমল। এ ছাড়া সাহাবা কেরাম [رضي الله عنهم]-এর আকীদা ও আমলও এর অন্তর্ভুক্ত।
নবী [ﷺ] বলেন:

((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)).رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد.

"আমি তোমাদেরকে তাকওয়া এবং দায়িত্বশীল আবিসিনীয় (কালো) দাস হলেও তার নির্দেশ শুনার ও আনুগত্য করার অসিয়ত করছি। স্মরণ রাখবে! তোমাদের মধ্যের যারা বেঁচে থাকবে তারা দেখতে পাবে অনেক মতানৈক্য। সে সময় তোমাদের প্রতি জরুরি হলো আমার সুন্নত ও হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত। কর্তন দাঁত দ্বারা তাকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরবে।" [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ]

নবী [ﷺ]-এর সুন্নত তিন প্রকার:

১. **কাওলী :** ইহা নবী [ﷺ]-এর বাণী: যেমন:"প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে।" [বুখারী ও মুসলিম]
২. **ফে'লী:** ইহা নবী [ﷺ]-এর কর্ম। যেমন:"সালাত আদায়ের পদ্ধতি, হজ্বের পদ্ধতি ইত্যাদি। [হাদীস গ্রন্থসমূহ]
৩. **তাকরিরী:** ইহা নবী [ﷺ]-এর সমর্থন। যেমন: ফজরের নামাজের পর একজন মানুষ ফজরের সুন্নত পড়লে নবী [ﷺ] দেখার পর তা সমর্থন করেন। [সহীহ আবু দাউদ]

স্মরণ রাখতে হবে যে, নবী [ﷺ]-এর নবুয়াত ও রেসালাতের ২৩ বছরের সমস্ত জীবনের সবকিছুই সুন্নত তথা আদর্শ। চাই তা ফরজ-ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয়ের করণীয় সুন্নত হোক বা হারাম ও মাকরুহ বিষয়ের বর্জনীয় সুন্নত হোক।
ইমাম মালেক (রহ:) বলেন:"সুন্নত হলো নূহ [عليه السلام]-এর কিস্তীর মত। যে এ কিস্তীতে উঠবে সে নাজাত পাবে আর যে উঠবে না সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে।"
ইমাম ইবনুল কায়্যেম (রহ:) বলেন:"নবী [ﷺ]-এর হাউজে কাউছার দুইটি। একটি দুনিয়াতে আর অপরটি হলো আখেরাতে। দুনিয়ার হাউজে কাউছার হলো নবীর সুন্নত। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সর্বদা সুন্নতের হাউজ কাউছার হতে পানি পান (আমল) করবে সেই আখেরাতের হাউজে কাউছারের পানি পান করার সুযোগ পাবে।"
নবী [ﷺ]-এর আনুগত্য করা ফরজ। আর একচ্ছত্রভাবে তাঁর আনুগত্যই হলো তাঁকে ভালবাসার পন্থা। এ ব্যাপারে কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ:) বলেন:"আমি সমস্ত কুরআনে দৃষ্টি ফিরায়ে ৩৩টি জায়গাতে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আনুগত্যের নির্দেশ পেয়েছি।" [আল-ইবানা-ইবনে বাত্তাহ: ১/২৬০]
ইমাম আজুরী (রহ:) বলেন:"অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের ত্রিশের অধিক স্থানে সৃষ্টির প্রতি তাঁর রসূলের আনুগত্য করাকে ফরজ করে দিয়েছেন।" [আশ-শারীয়াহ-আজুরী: সহীফা:৪৯
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ:) বলেন:"আর আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের প্রায় ৪০টি স্থানে প্রতিটি মানুষের প্রতি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আনুগত্যকে ফরজ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া নবীর আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য বলে উল্লেখ করেছেন।" [মাজমু'উল ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়্যা: ১৯/৮৩-২৬১]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি আরো বলেন:"আর সর্বপ্রকার কল্যাণ ও হেদায়েত রয়েছে নবী [ﷺ]-এর আনুগত্যে এবং পথভ্রষ্টতা ও অকল্যাণ হলো তাঁর বিপরীত করাতে।" [মাজমু'উল ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়্যা: ১৯/৯৩]

কুরআনের আয়াতগুলো তিন প্রকার যথা:

প্রথম প্রকার: আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ও রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ এবং তারই উপদেশ। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর (দ্বীনি আলেম ও ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠী) তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

দ্বিতীয় প্রকার: যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা ও প্রশংসা। এ ছাড়া তার পরিণাম সুন্দর এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য।" [সূরা নিসা:১৩]

তৃতীয় প্রকার: যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিন্দা ও শাস্তি। এ ছাড়া তাদের পরিণাম মন্দ এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম লাভ। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" [সূরা নিসা:১৪]

নবী [ﷺ] অনেক বিশুদ্ধ হাদীসে তাঁর আনুগত্যের জোর তাকিদ করেছেন। যেমন নবী [ﷺ] বলেন:

"আমার উম্মতের অস্বীকারকারী ব্যতিরেকে সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, অস্বীকারকারী কে হে আল্লাহর রসূল! তিনি বলেন:"যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার নাফরমানি করে সেই অস্বীকারকারী।" [বুখারী হা:৭২৮০]

সুন্নত সম্মত আমলের বৈশিষ্ট্য:

মনে রাখতে হবে, যে কোন আমল কবুল হওয়ার জন্য তিনটি বিশেষ শর্ত রয়েছে। **(এক)** আমল সঠিক ঈমনের ভিত্তিতে হওয়া। **(দুই)** এখলাস তথা আমল শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। **(তিন)** আমল কেবলমাত্র নবী [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ সুন্নতী পন্থায় হওয়া। আর ইহাই হচ্ছে ইসলামের প্রথম রোকনের দ্বিতীয়াংশের সাক্ষ্য প্রদানের দাবী। এ ছাড়া নবী [ﷺ]-এর সুন্নত সম্মত হওয়ার জন্য তার মধ্যে বিশেষ ছয়টি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

বৈশিষ্ট্য ছয়টি নিম্নরূপ:

(১) এবাদতের **"সাবাব"** তথা কারণ সুন্নত সম্মত হতে হবে। অতএব, শবে মেরাজ ও শবে বরাতের রাতে নামাজ আদায় ও দিনে রোজা রাখার কারণ সুন্নত সম্মত না হওয়ায় এসব বিদাত।

(২) এবাদতের **"জিন্স"** তথা প্রকার ও জাত সহীহ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। সুতরাং হরিণ ইত্যাদি দ্বারা কুরবানি জায়েজ নয়। কারণ, ইহা সহীহ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত না।

(৩) এবাদতের **"কাদার"** তথা সংখ্যা ও পরিমাণ সহীহ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। তাই মাগরিব ও এশা সালাতের মাঝে ৬ রাকাত আওয়াবীনের নামাজ আদায় করা বিদাত। কারণ ইহা বিশুদ্ধ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(৪) এবাদতের **"কাইফিয়্যাহ্"** তথা পদ্ধতি ও ধরণ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। অতএব, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর প্রতি যৌথকণ্ঠে দরুদ ও সালাম পাঠ করা বিদাত। কারণ এ পদ্ধতি সহীহ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

(৫) এবাদতের **"জামান"** তথা সময় সহীহ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। তাই যদি কেউ ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানি করে, তাহলে তার কুরবানি কবুল হবে না। করণ ইহা সুন্নত সম্মত সময় নয়।

(৬) এবাদতের **"মাকান"** তথা স্থান সহীহ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। যেমন: তিনটি মসজিদ (মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা) ব্যতিরেকে কেউ যদি অন্য কোথাও সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করে, তাহলে তা বিদাত। কারণ এসব মসজিদ ছাড়া সকল স্থান সুন্নত সম্মত জিয়ারতের স্থান নয়।

অতএব, কোন এবাদতে উল্লেখিত বৈশিষ্টগুলোর কোন একটি বা একাধিক অনুপস্থিত থাকলে তা আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। চাই তা যতই ভাল উদ্দেশ্যে করা হোক না কেন, তা আল্লাহর নিকটে এবাদত বলে গণ্য হবে না। বরং শরিয়তে সেটিকে বিদাত বলে আখ্যায়িত করা হবে।

সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরার উপকারিতা:

১. আল্লাহ তা'য়ালার দয়া অর্জন করা। [সূরা আল-ইমরান:১৩২]
২. হেদায়েত লাভ। [সূরা নূর:৫৪]
৩. উম্মতের ঐক্য ও ইত্তেফাক হওয়া। [সূরা আল-ইমরান:১০৩]
৪. মুসলিম জাতির ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা হওয়া। [সূরা আনফাল:৬২-৬৩]

সুন্নতকে ত্যাগ করার অপকারিতা:

১. গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। [সূরা আহজাব:৩২]
২. মতানৈক্য ও দলাদলি সৃষ্টি। [সূরা আন'আম:১৫৪]
৩. জাহান্নামে প্রবেশ। [সূরা নিসা:১৩]
৪. উম্মতের শক্তি খর্ব ও দুর্বল হওয়া। [সূরা আনফাল:৪৬]
৫. ফেতনায় পতিত হওয়া। [সূরা নূর:৬৩]

সুন্নত থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ:

১. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর জ্ঞানের অভাব।
২. নফ্সের (প্রবৃত্তির) গোলামী।
৩. তাকলীদ তথা ব্যক্তির অন্ধ পূজা।
৪. মজহাব ও দলাদলি।
৫. ব্যক্তি সার্থপরতা।
৬. নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেওয়া।
৭. নিজেদের রুচি দ্বারা দ্বীন বুঝার চেষ্টা করা।
৮. জাল ও দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করা।
৯. বিভিন্ন গল্প, স্বপ্ন,এলহাম, কাশফ্ ও মিথ্যা কারামতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।
১০. ইমাম, মাশায়েখ, পীর, বুজুর্গ ও নেতাদের মতামতকে কুরআন-সুন্নার উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া।
১১. বিভিন্ন সংশয় ও মুতাশাবিহাত (রূপক) আয়াতের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।

সুন্নতের অনুসারীদের লক্ষণ:

১. নবী [ﷺ]কে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য উত্তম নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা।
২. নবী [ﷺ]কে সর্ববিষয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে বিচারক ও মীমাংসাকারী মেনে নওয়া।
৩. নবী [ﷺ]কে আন্তর্জাতিক ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব মনে করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. বিবাদের সময় শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতি পত্যপর্ণ করা।
৫. কুরআন ও সুন্নাহর উপর কারো কোন কথা বা মতামতকে প্রাধান্য না দেওয়া।
৬. সকল ইমামগণকে ভালবাসা।
৭. সদা-সর্বদা সত্যের সাথে থাকা। চাই তা যেখানে ও যে কেউ থেকে হোক না কেন।
৮. সুন্নতের অনুসারীদের ভালবাসা ও বিদাতীদেরকে ঘৃণা করা। চাই সে যেই ও যেখানে হোক না কেন।
৯. কুরআন ও হাদীসকে সালাফে সালেহীনদের বুঝে বুঝা, তাদের আমলের মত আমল এবং সে মোতাবেক দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা।
১০. সকল মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহবান করা এবং দলাদলি ও ব্যক্তিদের মতামতকে ত্যাগ করা।

সুন্নতের অনুসারী হওয়ার উপায়ঃ

১. কুরআন ও হাদীসকে সালাফে সালেহীনদের বুঝে পড়া এবং আমল ও দা'ওয়াত করা।
২. নবী [ﷺ] ও তাঁর সাহাবী এবং ইমামদের বিশুদ্ধ সীরাত অধ্যায়ন করা।
৩. বিবাদের সময় কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে ফিরে আসা।
৪. কুরআন ও সহীহ হাদীসকে সত্যের মাপকাঁঠি হিসেবে নির্ধারণ করা।
৫. বিদাতী, সংশয় ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের সাহচর্য ত্যাগ করা। আর কোন শর্ত ছাড়াই বিশুদ্ধ হাদীসের আমল করা।
৬. বিভিন্ন মাজহাব, দল ও তরীকা পন্থীদের থেকে দূরে থাকা।
৭. কুরআন ও সহীহ হাদীস পরিপন্থী বই-পুস্তক পড়া ত্যাগ করা।
৮. কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা।
৯. কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের সাথে উঠাবসা করা।
১০. কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানীদের নিকট ফতোয় জিজ্ঞাসা করা।
১১. কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত জানার সাথে সাথে তা ত্যাগ করা।
১২. কুরআন ও সুন্নাহকে ত্যাগ করার যে সব ক্ষতি তা স্মরণ রাখা।
১৩. বাতিলদের আসল চেহারা উম্মোচনকারী বই-পুস্তক পড়া ও সিডি দেখা বা আলোচনা শুনা।
১৪. বাতিল আলেম ও শয়তানের অলিদের থেকে সর্বদা সাবধান থাকা।
১৫. হক জানা ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দোয়া করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিদাত

আভিধানিক অর্থঃ পূর্বের কোন নমুনা ব্যতিরেকে প্রতিটি নতুন আবিস্কারকে বিদাত বলে, চাই তা দ্বীনের মাঝে হোক বা দুনিয়ার বিষয় হোক।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ١١٧ Z البقرة: ١١٧

"তিনি (আল্লাহ) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কোন নমুনা ছাড়াই উদ্ভাবক।" [সূরা বাকারা:১১৭]

আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

Z q] \ [Z Y X [الأحقاف: ٩

"বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই।" [সূরা আহকাফ:৯]

Z z k j i h g f e d c b a ` _ ^] \ [
الحديد: ٢٧

"আমি তার (ঈসা আ:) অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি, কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে।" [সূরা হাদীদ:২৭]

ইসলামী পরিভাষায় বিদাত হলোঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ও দ্বীন মনে করে দ্বীনের মধ্যে প্রতিটি নতুন আবিস্কার, যা শরীয়তের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সদৃশ এবং যার আসলে বা গুণাগুনের প্রমাণে কোন বিশুদ্ধ দলিল নেই। [আল-ই'তিসাম-শাতিবী:১/৩৭]

অন্যভাবে বলা যায়: দ্বীনের মাঝে নতুন আবিস্কার যা নবী [সা:] ও সাহাবা কেরামের বিপরীত, চাই তা আকীদায় হোক বা বা আমলে হোক।

এ দ্বারা সুস্পষ্ট হলো যেঃ দুনিয়ার যে সব বিষয়াদি নতুন নতুন অবিস্কার হয়েছে বা হচ্ছে কিংবা হবে তা বিতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ইসলাম প্রতিটি উপকারী দুনিয়াবী বিষয়ে নতুন আবিস্কারকে উৎসাহিত ও সমর্থ করে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অলী-বুজর্গদের অনুসরণ করো না।" [সূরা আ'রাফ:৩]

নবী [সা:] বলেন:"যে কেউ আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিস্কার করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য।" [বুখারী ও মুসলিম]

নবী [সা:] আরো বলেন:"যে কেউ যে কোন আমল করে যার প্রতি আমাদের সম্মতি নেই তা পরিত্যাগযোগ্য।" [মুসলিম]

নবী [সা:] আরো বলেন:"তোমরা (দ্বীনের মাঝে) নতুন আবিস্কার জিনিস থেকে বিরত থাক। নিশ্চয় (দ্বীনের মধ্যে) প্রতিটি নতুন আবিস্কার বিদাত এবং প্রতিটি বিদাতই ভ্রষ্ট ও প্রতিটি ভ্রষ্টের ঠিকানা জাহান্নাম।" [নাসাঈ]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা:] বলেন: অনুসরণ কর, বিদাত কর না। কারণ পূর্ববর্তীরা তোমাদের জন্য যথেষ্ট করে দিয়েছেন।

হুযাইফা [রা:] বলেন: প্রতিটি এবাদত যা মুহাম্মাদ [সা:]-এর সাহাবাগণ করেননি তা কর না। কারণ তাঁরা পরবর্তীদের জন্য কিছুই ছেড়ে যাননি।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রা:] বলেন: প্রতিটি বিদাতই ভ্রষ্ট যদিও মানুষ তাকে হাসানাহ তথা উত্তম মনে করে।

উমার ইবনে আব্দুল আজীজ (রাহ:) বলেন: যেখানে পূর্বের জাতি (নবী [সা:] ও সাহাবীগণ) দাঁড়িয়ে গেছেন সেখানেই দাঁড়ানো ওয়াজিব।

ইমাম মালেক (রহ:) বলেন: যে ব্যক্তি বিদাত আবিস্কার করে তাকে হাসানাহ তথা উত্তম ধারণা করে, নিশ্চয় সে মুহাম্মদ [সা:]কে রেসালাতের খেয়ানতকারী সাবস্ত করে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" [সূরা মায়েদা: ৩]

ইমাম আওজা'য়ী (রহ:) বলেন: তুমি সালাফদের (সাহাবী ও তাবেঈ) পদাঙ্ক অনুসরণ কর যদিও মানুষ তোমাকে বর্জন করে। আর মানুষদের মতামত পরিহার কর যদিও তাকে তারা চাকচিক্য ও সজ্জিত করুক না কেন।

বিদাতের প্রকার:

দ্বীনের মাঝে বিদাত দুই প্রকার:

প্রথমত: আকীদাতে বিভিন্ন ধরনের বাতিল উক্তির বিদাত। যেমন: জাহমিয়্যা, মু'তাজিলা, রাফেযা ও সমস্ত পথভ্রষ্ট দল ও তাদের আকীদাসমূহ।

দ্বিতীয়ত: এবাদতের মধ্যে বিদাত। ইহা আবার দুই প্রকার:

(ক) **"হাকিকী বিদাত"** যা এবাদতের আসলে হয়। ঐ সব এবাদত যা নতুনভাবে যোগ করা হয়েছে শরিয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। যেমন: ঈদে মীলাদুন্নবী ইত্যাদি।

(খ) **"ইযাফী বিদাত"** যা কোন বৈধ এবাদতের মাঝে অতিরিক্ত সংযোগ করা হয়। ইহা আবার কয়েক প্রকার:

(১) এবাদতের প্রকারে। যেমন: মহিষ দ্বারা কুরবানি করা।

(২) আবোদতের কারণে। যেমন: শবে মেরাজের রাতে এবাদত করা।

(৩) এবাদতের পদ্ধতিতে। যেমন: যৌথকণ্ঠে জিকির ও দোয়া কিংবা আখেরী মোনাজাত করা।

(৪) এবাদতের সময় নির্ধারণে। যেমন: ১৫ শাবানের রাতের সালাত আদায় ও দিনের রোজা রাখা।

(৫) এবাদতের সংখ্যায়। যেমন: দোয়া ইউনুস এক লক্ষবার খতম পড়া।

(৬) এবাদতের স্থান নির্ধারণে। যেমন: মসজিদ ছাড়া বাড়িতে এতেকাফ করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ø বিদাতের বিধানঃ

দ্বীনের মাঝে সকল প্রকার বিদাত হারাম ও ভ্রষ্ট। নবী [সা:] বলেন:"তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) সকল প্রকার নতুন জিনিস থেকে সাবধান থাক। কারণ, (দ্বীনের মঝে) প্রতিটি নতুন বিদাত এবং প্রতিটি বিদাতই ভ্রষ্ট।" [সহিহুল জামে'-আলবানী হা: ২৫৪৬]

নবী [সা:]-এর আরো বাণী:"যে কেউ আমাদের দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু আবিস্কার করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত না, তা পরিত্যাজ্য।" [বুখারী হা: ২৬৯৭ ও মুসলিম হা: ১৭১৮] আরো তাঁর বাণী:"যে কেউ যে কোন আমল করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই, তা অগ্রহণযোগ্য।" [মুসলিম হা: ১৭১৮ ও ১৮]
এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, দ্বীনের মধ্যে প্রতিটি নতুন জিনিস বিদাত। আর প্রতিটি বিদাত ভ্রষ্ট ও অগ্রহণযোগ্য। এর অর্থ এই যে, বিদাত চাহে এবাদতে হোক বা আকীদাতে হোক সবই হারাম। তবে হারামের স্তর বিদাতের প্রকার হিসেবে তফাত হবে।
এগুলোর মধ্যে কিছু আছে সুস্পষ্ট কুফরি পর্যায়ের। যেমন: কবরের পার্শ্বে কবরবাসীর নৈকট্য লাভের আশায় তওয়াফ করা, কুরবানি করা, নজর-নিয়াজ পেশ করা, তাদেরকে আহবান করা ও বিপদ মুক্তির জন্য ডাকা। অনুরূপ সীমালঙ্ঘনকারী জাহমিয়্যা ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের বাতিল আকীদাসমূহ।
আর কিছু আছে শিরকের মাধ্যম। যেমন: কবরের উপরে ঘর বানানো ও সেখানে সালাত কায়েম করা।
আর কিছু আছে যা সঠিক আকীদার বিপরীত। যেমন: খারেজী, কাদারী ও মুর্জিয়া সম্প্রদায়ের কথায় ও আকীদার মাঝে শরিয়তের দলিলের বিপরীত বিদাতসমূহ।
আর কিছু আছে যেগুলো পাপ পর্যায়ের। যেমন: কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য খাশী হয়ে যাওয়া, সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে রোজা পালন করা ও বৈরাগী হওয়া।
নোট: বিদাতকে হাসানাহ ও সাইয়িআহ ভাগ করা একটি জঘন্য অপরাধ। কারণ, নবী [সা:] প্রতিটি বিদাতকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত কেরছেন। চাই তা আকীদাতে হোক বা আমলে বা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথায় হোক সবই গুমরাহ ও তা হতে দ্বীন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

Ø বিদাত সৃষ্টির কারণসমূহঃ

১. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা।
২. প্রবৃত্তির গোলামি।
৩. রূপক অর্থের আয়াত ও হাদীসের অনুসরণ।
৪. বিজাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুকরণ।
৫. নবী-রসূল, অলি-বুজুর্গ ও নেক ব্যক্তিদের নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি।
৬. কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার।
৭. নিজেদের রুচি দ্বারা দ্বীনকে মানা।
৮. মাজহাবী পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামি।
৯. অন্ধ ব্যক্তি পূজা।
১০. জাল ও দুর্বল হাদীসসমূহ।
১১. শরিয়তের সঠিক জ্ঞান ও তাহকীক ছাড়া ফতোয়াসমূহ।
১২. অতি সহজে জান্নাতে যাওয়ার পথ তালাশ।
১৩. বিবিধ।

Ø বিদাত প্রচার ও প্রসার লাভের কারণসমূহঃ

১. সাধারণ মানুষকে বিদাত করতে দেখার পরেও এক শ্রেণী আলেমদের নিরবতা পালন।
২. সরকার বাহাদুরের সহযোগিতা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. জাল ও দুর্বল হাদীসের বহুল প্রচার।
৪. বাতিল ফের্কা ও দলসমূহ।
৫. কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের ব্যাপক প্রচার-প্রসার না হওয়া।
৬. না জেনে বা ভুলে কিংবা কারণ বশত: কোন আলেমের বিদাত করা।

Ø বিদাতের পরিণাম:

(ক) দুনিয়াতে:

১. বাতিল আকীদা বা কুফুরি পর্যায়ের হলে দ্বীন থেকে খারিজ।
২. পথভ্রষ্ট ও গুমরাহী।
৩. কুফুরি ও শিরকে বা বালা-মসিবতে পতিত হওয়া।
৪. হক তথা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা।
৫. আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাত তথা হকের সাথে দুশমনি ও সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হওয়া।
৬. অমুসলিমদের সাথে সদৃশ।
৭. ধন-সম্পদের অপচয় যা শয়তানের কাজ।
৮. আপোসে অনৈক্য ও দলাদলি সৃষ্টি।
৯. শক্তি খর্ব।
১০. বিদাতীর কোন সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না।
১১. বিদাতী অভিশপ্ত।
১২. বিদাতী আল্লাহ হতে দূরে হয়ে যায়।
১৩. বিদাতী তওবা করার সুযোগ পায় না।
১৪. বিদাতীর আমল কবুল হয় না।

(খ) আখেরাতে:

১. বিদাতী নবী [সা:]-এর হাউজে কাওছার থেকে বিতাড়িত হবে।
২. বিদাতী নবী [সা:]-এর হাউজে কাওছারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে।
৩. বিদাতী কিয়ামতে নবী [সা:]-এর শাফা'আত থেকে মাহরুম হবে।
৪. বিদাত সৃষ্টিকারী ওস্তাদের দেখে বিদাতকারীদের সকলের সমান পাপ তার ঘাড়ে বোঝা চাপবে।
৫. জাহান্নামে প্রবেশ।

Ø বিদাতীদের আলামত-লক্ষণ:

১. ফের্কাবন্দী ও দলাদলি করা।
২. প্রবৃত্তির গোলামি করা।
৩. রূপক আয়াত ও হাদীসের অনুসরণ করা।
৪. কুরআন দ্বারা হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব করা।
৫. আহলুল হাদীসের সাথে দুশমনি ও তাদেরকে ঘৃণা করা।
৬. আহলুসসুন্নাহ ওয়ালজামাতকে বিভিন্ন খারাপ উপাধিতে ভূষিত করা।
৭. সালাফে সালেহীনের পথকে গ্রহণ না করা।
৮. দলিল ছাড়া তাদের বিপরীতকারীদের কাফের ফতোয়া দেওয়া।
৯. পক্ষের হলে গ্রহণ করা এবং বিপক্ষের হলে বর্জন করা।
১০. ইচ্ছামত কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ø যা বিদাতের অন্তর্ভুক্তঃ

১. সুন্নতের বিপরীত প্রতিটি জিনিসই বিদাত, চাই তা কথা, বা কাজ কিংবা আকীদা হোক। এ ছাড়া যদিও তা কোন আলেমের গবেষণা হোক না কেন।
২. শরিয়তে নিষিদ্ধ প্রতিটি এমন জিনিস যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য হয়।
৩. প্রতিটি এমন জিনিস যা শরিয়তের দলিল ছাড়া বৈধকরণ অসম্ভব। কিন্তু কোন সাহাবী থেকে হলে তা বিদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
৪. অমুসলিমদের যে সব আচার-অনুষ্ঠান এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
৫. আলেমরা যে সব জিনিসকে কোন দলিল ছাড়াই মস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। আর বিশেষ করে পরবর্তী যুগের আলেম সমাজ যা করেছেন।
৬. যে সব এবাদতের পদ্ধতি দুর্বল ও জাল হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।
৭. এবাদতে অতি রঞ্জন বাড়াবাড়ি করা।
৮. এমন প্রতিটি এবাদত যাকে শরিয়ত সাধারণ রেখেছে কিন্তু মানুষ তা বিশেষ স্থান বা সময় কিংবা পদ্ধতি অথবা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করেছে। [আহকামুল জানায়েজ-শাইখ আলবানী (রহ:) দ্রষ্টব্য]

Ø বিদাত থেকে বাঁচার উপায় কি?

১. বেশি বেশি কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস সালাফে সালেহীনের বুঝে অধ্যায়ন করা।
২. বেদাত ও বেদাতীদের বিষয়ের বই-পুস্তক পড়া।
৩. বেদাতী বই-পত্র পড়া-শুনা করা থেকে দূরে থাকা।
৪. বেদাতী ব্যক্তি, দল ও সংগঠনসমূহকে চিহ্নিত করা ও সাবধান থাকা।
৫. দুনিয়া ও আখেরাতে বেদাতের পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।
৬. জানার সাথে সাথে বেদাত ত্যাগ এবং সন্দেহ না করা।
৭. বেদাতমুক্ত সমাজে বসবাস করা।
৮. প্রয়োজনে বেদাতী সমাজ ছেড়ে হিজরত করা।
৯. কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের অধিক প্রচার ও প্রসার করা।
১০. বেদাতীদের সাথে উঠা-বসা, লেনদেন ও আত্মীয়তা না করা।

Ø প্রচলিত কিছু বিদাতঃ

(ক) মুখে নিয়ত পড়া।
(খ) ফরজ সালাতের পর বা মাহফিল কিংবা এজতেমা শেষে সকলে মিলে একসাথে দোয়া করা।
(গ) যৌথকণ্ঠে জিকির বা হজ্বের তালবিয়া পাঠ করা।
(ঘ) ওযুতে প্রতিটি অঙ্গের জন্য বিশেষ দোয়া পড়া ও ঘাড় মাসেহ্ করা।
(ঙ) মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন ধরনের দিন বা বার্ষিকী পালন করা।
(চ) শবে মেরাজের অনুষ্ঠান মানানো।
(ছ) শবে বরাত পালন করা।
(জ) বিভিন্ন প্রকার খতম পড়া বা পড়ানো।
(ঝ) বিভিন্ন প্রকার তরীকার জন্ম।
(ঞ) পীর-মুরিদী ও খানকার ব্যবসা।
(ট) বিবিধ।

নোটঃ যদি এ সমস্ত কাজে কল্যাণ থাকত, তবে নবী (ﷺ) ও তাঁর পরে সাহাবা কেরাম (রা:) অবশ্যই আমাদের পূর্বে তা করতেন?! অতএব, যদি আল্লাহ ও তাঁর নবী [ﷺ]কে মহব্বত করেন, তাহলে একমাত্র দ্বীনের হেদায়েতের অনুসরণ করুন এবং সর্বপ্রকার বিদাত থেকে দূরে থাকুন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জাহেলিয়াত

(ক) জাহেলিয়াতের অর্থঃ

"জাহ্‌ল" আরবি শব্দ যার অর্থ অজ্ঞতা। আর অজ্ঞ ব্যক্তিকে বলে "জাহিল" তথা মূর্খ। ইসলাম পূর্বযুগকে জাহেলিয়াত বলা হয়। কারণ সে যুগে মানুষ আল্লাহ, রাসূল ও শরিয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ছিল।

(খ) জাহেলিয়াতের প্রকারঃ

১. সাধারণ জাহিলিয়্যাতঃ ইহা নবী [ﷺ]-এর আবির্ভাবের পূর্বযুগকে বলা হয়। এ যুগ তাঁর নবুওয়াত ও রেসালাতের পরে শেষ হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে কোন যুগ বা শতাব্দিকে সাধারণভাবে জাহেলিয়াতের যুগ বলা যাবে না।

২. বিশেষ জাহিলিয়্যাতঃ ইহা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা দেশ কিংবা শহর অথবা কাজকে বলা যেতে পারে। যেমন নবী [ﷺ] বলেন:"আমার উম্মতে জাহেলিয়াতের চারটি কাজ।" মুসলিম] তিনি আবু যার গেফারীকে বলেন:" তোমার মাঝে জাহেলিয়াতের গুণ রয়েছে।"

(গ) ইসলাম ও জাহেলিয়াতের যেসব বিষয়ে দ্বন্দ্বঃ

পৃথিবীতে হাতে গণা কিছু আহলে কিতাব ছাড়া আরব-অনারব সমস্ত জমিনবাসী বিবেকের উপর তালাবদ্ধ করে, চক্ষু থাকতে অন্ধ হয়ে সেরাতে মুস্তাকীম ছেড়ে শয়তানের পথ ধরেছিল। আর দ্বীন-দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকারে ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঠিক এমন সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন পথহারা, দিশাহারা বরবর মানুষদেরকে হেদায়েতের জন্য শেষ নবী রাহমাতুললিল আলামীন মুহাম্মাদ [ﷺ]কে এ ধরাধামে জাহেলিয়াতের সকল রসম ও রেওয়াজ উৎখাত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেরণ করেন।

তিনি দীর্ঘ ২৩ বছর অবিরাম আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত ও কুরআন-সুন্নার তাবলীগ করে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্ত করেন এবং সর্বপ্রকার জাহেলিয়াতের রসম ও রেওয়াজ থেকে সাবধান এবং সেগুলোর সাথে সদৃশতা ও ঐক্যমত পোষণ করতে বারণ করেন। এ ছাড়া উম্মতকে আল্লাহর মনোনীত পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলামের সত্যের উপর রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

কিন্তু মুসলিম জাতি যুগ-যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানব-দানব শয়তানের ফাঁদে পড়ে ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও চমকপ্রদ কার্যকলাপের গোলক ধাঁধায় আটকা পড়ে এবং হেরা গুহা থেকে বিকশিত অহির জ্ঞান থেকে দূরে সরে প্রাচীন জাহেলিয়াতের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, দেখে মনে হয় সে যুগের জাহেলিয়াতকে এ যুগের কিছু জাহেলিয়াত হার মানিয়েছে।

বর্তমানে ইসলাম ও নব জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। জাহেলী যুগের যে সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে দ্বন্দ্ব হয়েছিল এবং তিনি তার সাথে বিরোধিতা করেছিলেন, আজ আবার সেগুলো আমাদের মুসলিম সমাজকে মহামারীর মত গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক ইসলাম এবং বিভিন্ন ধর্ম ব্যবসায়ী ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বানানো ইসলামের মধ্যে বড় ধরনের এক দ্বন্দ্ব দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। এ সব প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য জানা একান্ত প্রয়োজন। কেননা নকল বস্তু সম্পর্কে জানা থাকলেই কেবল আসল বস্তু চেনা সম্ভব হয়। আপনাদের সমীপে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্বের **১০৫**টি বিষয় উল্লেখ করা হলো। আশা করি ইহা সঠিকভাবে জানলে নিজেকে, পরিবারকে, সমাজ ও মুসলিম মিল্লাতকে জাহেলিয়াতের অক্টোপাস্ থেকে নিস্কৃতি দান করা যাবে।

১. আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর নিকট সুপারিশের উদ্দেশ্যে নেককার-বুজুর্গদের এবাদত করা।
২. দলাদলি ও অনৈক্যতা।
৩. শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা করা।
৪. তাকলীদ তথা ব্যক্তির অন্ধ পূজা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫. ফাসেক আলেম ও মূর্খ দরবেশদের অনুসরণ করা।
৬. বাপ-দাদাদের দোহাই দেয়া।
৭. গণতন্ত্র তথা সংখ্যা গরিষ্ঠতার দোহাই দেয়া বাতিলকে সত্য বলা।
৮. সংখ্যা লঘিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে সত্যকে পরিহার করা।
৯. শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ধোঁকা।
১০. অফুরন্ত ধন-সম্পদের মালিক হওয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার লক্ষণ মনে করা।
১১. সত্যপন্থীগণ দুর্বল হওয়ার কারণে মূল সত্যকেই অবজ্ঞা করা।
১২. সত্যপন্থীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা।
১৩. হকপন্থীগণ দুর্বল বলে হকের সাহায্য না করা।
১৪. নিজেদেরকে বেশী যোগ্য ভেবে অন্যদের সত্যকে বাতিল মনে করা।
১৫. সত্য থেকে বিমুখ হওয়া এবং ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।
১৬. সঠিক কিয়াসকে অস্বীকার ও ত্রুটিপূর্ণ কিয়াসকে গ্রহণ করা।
১৭. আলেম ও সৎ লোকদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন-বাড়াবাড়ি করা।
১৮. না বুঝার অজুহাত দেখানো।
১৯. দলীয় নীতির বিরোধী হওয়ায় সত্যকে অস্বীকার করা।
২০. জাদুর অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডকে অভ্রান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করা।
২১. বংশ সম্বন্ধ পরিবর্তন করা।
২২. আল্লাহর কালামের মূল বক্তব্যে হেরফের করা।
২৩. দ্বীনী কিতাবসমূহে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।
২৪. আল্লাহর অলি ও শয়তানের অলির মধ্যে পার্থক্য না করা।
২৫. দুনিয়ার সার্থে সম্পর্ক গড়া ও বিচ্ছিন্ন করা।
২৬. দ্বীনের হেদায়েত ছেড়ে দ্বীন বিরোধী পথে অনুগমন করা।
২৭. অন্যের অনুসৃত সত্যকে অস্বীকার করা।
২৮. প্রত্যেক দলের এই দাবী করা যে, সত্য কেবল তার মাঝেই নিহিত।
২৯. দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত জেনেও তা অস্বীকার করা।
৩০. নগ্নতার প্রদর্শনী।
৩১. হালাল বস্তুকে হারাম করে নিয়ে এবাদতে লিপ্ত হওয়া।
৩২. আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিকৃত করা।
৩৩. স্রষ্টা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হতে সৃষ্টজীবের বিরত থাকা।
৩৪. আল্লাহর প্রতি বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি আরোপ করা।
৩৫. নাস্তিক্যবাদ।
৩৬. আল্লাহর মালিকানায় শরীক করা।
৩৭. সমস্ত নবুওয়াতকে অস্বীকার করা।
৩৮. তাকদীরকে অস্বীকার করা।
৩৯. যুগ-জামানাকে গালি দেওয়া।
৪০. আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা।
৪১. আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা।
৪২. বাতিল বইপত্র পড়াশুনা করা এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে দূরে নিক্ষেপ করা।
৪৩. আল্লাহর পরিকল্পনাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪৪. ফেরেশ্‌তা ও রাসূলগণকে অস্বীকার করা এবং তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করা।
৪৫. নবী ও রাসূলগণের ব্যাপারে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করা।
৪৬. না জেনে-বুঝে ঝগড়া করা।
৪৭. দ্বীনের ব্যাপারে না জেনে-বুঝে কথা বলা।
৪৮. না জেনে-বুঝে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা।
৪৯. কেয়ামত দিকসকে অস্বীকার করা।
৫০. "আল্লাহ বিচার দিনের মালিক" এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা।
৫১. "কেয়ামতের দিন কোনরূপ বন্ধুত্ব ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগবে না" এ আয়াতকে মিথ্যা মনে করা।
৫২. শাফাআতের ভুল অর্থ গ্রহণ করা।
৫৩. আল্লাহর অলিদেরকে হত্যা করা।
৫৪. জিবত্ (প্রতিমা) ও তাগুত(শয়তান)-এর উপর ঈমান আনা।
৫৫. সত্যের উপরে মিথ্যার আবরণ দেওয়া।
৫৬. পীর-বুজর্গদের শরীয়ত বিরোধী আনুগত্য করে রব বানিয়ে নেয়া।
৫৭. সত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য সাময়িকভাবে তাকে স্বীকার করে নেওয়া।
৫৮. নবী-রাসূলগণকে আল্লাহর আসন দান করা।
৫৯. আল্লাহর কিতাবের শব্দসমূহকে বিকৃত করা।
৬০. হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদেরকে অভিনব উপাধিসমূহ দ্বারা অভিহিত করা।
৬১. সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
৬২. মুমিনদের উপর মিথ্যারোপ করা।
৬৩. মুমিনদের বিরুদ্ধে ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ করা।
৬৪. হক পন্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট কু-পরামর্শ দেওয়া।
৬৫. সত্য বিচ্যুতির ফলে দলে দলে বিভক্তি হওয়া।
৬৬. নিজেদের লালিত মতবাদকে হক মনে করে তার উপর আমল বজায় রাখার দাবী করা।
৬৭. এবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা।
৬৮. এবাদতে কমতি করা।
৬৯. এবাদতের উদ্দেশ্যে রুচিকর খাদ্য ও সৌন্দর্য ত্যাগ করা।
৭০. মুখে শিস ও হাতে তালি দিয়ে এবাদত করা।
৭১. আক্বীদা বিশ্বাসে মুনাফেকী।
৭২. ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করা।
৭৩. জেনেশুনে কুফরীর দিকে আহ্বান করা।
৭৪. সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বড় ধরনের মক্করবাজি করা।
৭৫. হককে গ্রহণ না করার উদ্দেশ্যে ছল-চাতুরি করা।
৭৬. বদকার আলেম ও মূর্খ দরবেশদের জঘন্য অবস্থা।
৭৭. নিজেদেরকে কেবল আল্লাহর অলি ধারণা করা।
৭৮. শরীয়ত ত্যাগ করে আল্লাহর মহব্বতের দাবী করা।
৭৯. আল্লাহর উপর কাল্পনিক মিথ্যা আশা করা।
৮০. নেককার ও অলিদের কবরকে মসজিদে পরিণত করা।
৮১. নবী-রাসূলদের স্মৃতিচিহ্নসমূহে মসজিদ তৈরী করা।
৮২. কবরে বাতি দেওয়া বা জ্বালানো।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৮৩. কবরকে মেলা-উৎসবের স্থানে পরিণত করা।
৮৪. কবরের পার্শ্বে পশু জবাই করা।
৮৫. বড় বড় নিদর্শনসমূহ দ্বারা বরকত কামনা করা।
৮৬. প্রতিপত্তির অহঙ্কার করা।
৮৭. বিভিন্ন তারা গননার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।
৮৮. বংশ উল্লেখ করে তিরস্কার করা।
৮৯. কারো মৃত্যুর পর বিলাপ করে কান্না করা।
৯০. বাপ-মায়ের কর্ম দ্বারা কাউকে তিরস্কার করা।
৯১. কোন বিশেষ ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার গর্ব করা।
৯২. নবী বংশ থেকে হওয়ার গর্ব করা।
৯৩. পেশার অহংকার করা।
৯৪. ধন-সম্পদের অহঙ্কার করা।
৯৫. দরিদ্রদের ঘৃণা করা।
৯৬. অহি ও রেসালতকে অস্বীকার করা।
৯৭. জানা সত্বেও সত্য গোপন করা।
৯৮. স্ববিরোধীতা করা।
৯৯. মাজহাবী গোঁড়ামী ও স্বদলীয় প্রীতি প্রদর্শন।
১০০. পাখী উড়িয়ে ভালমন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
১০১. ফাঁদ পাতা ও তাবিজ দ্বারা ঘর-বাড়ি বন্ধ করা ইত্যাদি।
১০২. কোন কিছুকে অশুভ ধারণা করা।
১০৩. ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী ইলমের দাবী করা।
১০৪. তাগুত তথা গাইরুল্লাহর নিকট বিচার পেশ করা।
১০৫. বিশেষ সময়ে বিবাহ-শাদিকে অশুভ মনে করা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com